



# চাষার দুম্ফু

- রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন



## ➡ এ গল্পের বিন্যাস

শিক্ষার্থীগণ! সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি মুখস্থনির্ভর নয়, পাঠ্যবইনির্ভর মৌলিক বিদ্যা। তাই অনুশীলন অংশ শুরু করার পূর্বে গল্পটির শিখন ফল, পাঠ পরিচিতি, লেখক পরিচিতি, উৎস পরিচিতি, বস্তুসংক্ষেপ, নামকরণ, শব্দার্থ ও টীকা ও বানান সতর্কতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা একান্ত আবশ্যিক।

## ➡ পাঠ সহায়ক অংশ (Supplement)

✱ শিখন ফল.....	৪
✱ পাঠ পরিচিতি.....	৪
✱ লেখক পরিচিতি.....	৪
✱ উৎস পরিচিতি.....	৫
✱ বস্তুসংক্ষেপ.....	৫
✱ নামকরণ.....	৫
✱ শব্দার্থ ও টীকা.....	৬
✱ বানান সতর্কতা.....	৬

## ➡ অনুশীলন অংশ (Practice)

✱ অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর.....	৭
✱ মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর.....	৮
✱ টেক্সট বুক এনালাইসিস.....	২০
ক. জ্ঞানমূলক.....	২০
খ. অনুধাবনমূলক.....	২২
✱ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
• অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
• মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক যাচাইকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
ক. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
খ. বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর.....	২৭
গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর.....	৩১

## ➡ রিভিশন অংশ (Revision)

✱ বাড়ির কাজ.....	৩২
✱ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা.....	৩২

## ➡ পরীক্ষা-প্রস্তুতি যাচাই অংশ (Assesment)

- ✱ সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক-৩৩

## ➡ পাঠ সহায়ক অংশ (Supplement)

সৃজনশীল পদ্ধতি মুখস্থনির্ভর বিদ্যা নয়, পাঠ্যবই নির্ভর মৌলিক বিদ্যা। তাই অনুশীলন অংশ শুরু করার আগে গল্প/কবিতার শিখন ফল, পাঠ পরিচিতি, লেখক পরিচিতি, উৎস পরিচিতি, বস্তুসংক্ষেপ, নামকরণ, শব্দার্থ ও টীকা ও বানান সতর্কতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব বিষয়গুলো জেনে নিলে এ অধ্যায়ের যেকোনো সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব হবে।

### ✱ শিখন ফল

- জাতির মেরুদণ্ড চাষার সাথে অন্যান্য পেশাজীবী শ্রেণির আয়বৈষম্য সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারবে।
- সভ্যতার বস্তুগত দিক সম্পর্কে জানতে পারবে।
- মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যশালী, ধনাঢ্য ব্যক্তির উন্নতিই যে দেশ ও জাতির উন্নতি নয়, যে সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।
- সুদূর অতীতের কৃষকের গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু এবং উঠান ভরা মুরগি সম্পর্কে জানতে পারবে।
- বর্তমানের বাংলার কৃষকদের অবর্ণনীয় শ্রম এবং বিনিময়ে তাদের নিদারুণ দারিদ্র্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।
- তৎকালীন সময়ে দারিদ্র্যের কারণে ভারতের বিহার, উড়িষ্যা এবং বাংলার রংপুর অঞ্চলের কৃষকদের মানবতের জীবনযাপন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে।
- পূর্বে রংপুর ও আসাম অঞ্চলে উৎপাদিত এন্ডি ও এন্ডি কাপড় সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।
- অতীতে দেশবাসীর বস্ত্র সমস্যা সমাধানে কৃষক রমণীদের অবদান সম্পর্কে জানতে পারবে।
- সভ্যতার নামে পরানুকরণ ও বিলাসিতায় দরিদ্র কৃষকগুলোর ক্ষতিকর অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।
- দেশের চাষীদের অবস্থার পরিবর্তনে স্বদেশী পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহার এবং পাঠশালা আর ঘরে ঘরে চরকা ও টেকোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবে।
- আমাদের পরিত্যাগ করা স্বদেশী পণ্য এন্ডিকে লুফে নিয়ে ইউরোপীয়দের প্রচুর মুনাফা অর্জন সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করবে।
- সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশি শিল্পগুলো ক্রমশ বিলুপ্ত হওয়ার কারণ সম্বন্ধে জানতে পারবে।

### ✱ পাঠ-পরিচিতি

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত ‘চাষার দুস্কু’ শীর্ষক রচনাটি বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ‘রোকেয়া রচনাবলি’ থেকে চয়ন করা হয়েছে। তাঁর শিক্ষা ও সামাজিক কাজকর্ম থেকে শুরু করে লেখালেখির জগৎ উৎসর্গীকৃত হয়েছে পশ্চাৎপদ নারীসমাজের মুক্তি ও সমৃদ্ধির জন্য। কিন্তু ‘চাষার দুস্কু’ শীর্ষক প্রবন্ধটি তৎকালীন দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকদের বঞ্চনার মর্মস্পর্ষিত দলিল হয়ে আছে। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও অগ্রগতির ফিরিস্তি তুলে ধরে তিনি দেখিয়েছেন, সেখানে কৃষকদের অবস্থা কত শোচনীয়। পাকা বাড়ি, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, স্টিমার, এরোপ্লেন, মোটর গাড়ি, টেলিফোন, টেলিগ্রাফসহ আরও যে কত আবিষ্কার ভারতবর্ষের শহুরে মানুষের জীবন সমৃদ্ধ ও সচ্ছল করে তুলেছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সেই ভারতবর্ষেই কৃষকদের পেটে খাদ্য জোটে না, শীতে বস্ত্র নেই, অসুখে চিকিৎসা নেই। এমনকি তাদের পানতাতাতে লবণও জোটে না। সমুদ্র তীরবর্তী লোকেরা সমুদ্রজলে চাল ধুইয়ে লবণের অভাব মেটানোর চেষ্টা করেন। টাকায় পঁচিশ সের চাল মিললেও রংপুরের কৃষকগণ চাল কিনতে না পেরে লাউ, কুমড়া, পাট শাক, লাউ শাক সিদ্ধ করে খেয়ে জঠর-যন্ত্রণা নিবারণ করে। কৃষকদের এই চরম দারিদ্র্যের জন্য তিনি সভ্যতার নামে এক শ্রেণির মানুষের বিলাসিতাকে দায়ী করেছেন। আবার কোনো কোনো কৃষককে এ বিলাসিতার বিষে আক্রান্ত করেছে। এছাড়া গ্রামীণ কুটির শিল্পের বিপর্যয়ও কৃষকদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। কুটির শিল্পকে ধ্বংস করে দিয়ে আত্মনির্ভরশীল গ্রাম-সমাজকে চরম সংকটের মধ্যে ফেলেছে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী। কৃষকদের এই মুর্খ্য অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন গ্রামে গ্রামে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। আর গ্রামীণ কুটির শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখারও পরামর্শ দিয়েছেন। এ প্রবন্ধে রোকেয়ার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, যুক্তিশীলতা ও চিন্তার বিস্ময়কর অগ্রসরতার প্রতিফলন ঘটেছে।

### ✱ লেখক পরিচিতি

নাম	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
জন্ম ও পরিচয়	জন্ম তারিখ : ৯ ডিসেম্বর, ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান : পায়রাবন্দ, মিঠাপুকুর, রংপুর।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম : জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের। মাতার নাম : সাবেরা চৌধুরানী।
শিক্ষাজীবন	পারিবারিক রক্ষণশীলতার কারণে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে পারেন নি। তবে নিজের ঐকান্তিক চেষ্টা এবং বড় ভাই ও তাঁর স্বামীর অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় জ্ঞানচর্চায় সাফল্য অর্জন করেন।
কর্মজীবন	বিবাহোত্তর প্রথম জীবনে গৃহিণী। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সমাজসংস্কার, নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। এসব কাজে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

সাহিত্য সাধনা	গদ্যগ্রন্থ : মতিচূর, অবরোধবাসিনী, ড্যালিসিয়া হত্যা, নূর ইসলাম প্রভৃতি। উপন্যাস : পদ্মরাগ। অনুবাদগ্রন্থ : সুলতানার স্বপ্ন।
বিশেষ কৃতিত্ব	তিনি ছিলেন নারীজাগরণের অগ্রদূত। তিনি মুসলিম নারীদের সংস্কার ও মুক্তির জন্য তাদেরকে শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত করার মানসে আজীবন ক্ষুরধার সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন।
মৃত্যু	৯ ডিসেম্বর, ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ।

### ✱ উৎস পরিচিতি

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত ‘চাষার দুষ্কু’ শীর্ষক রচনাটি বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ‘রোকেয়া রচনাবলি’ গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

### ✱ নামকরণ

যেকোনো গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধের ক্ষেত্রে নামকরণ হচ্ছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাই বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের এ প্রবন্ধটির নামকরণ করা হয়েছে ‘চাষার দুষ্কু’। চাষাদের জীবনযাপন, অভাব ইংরেজ কথিত সভ্যতার আগেও যেমন ছিল, পরেও তেমনি আছে। তবে এককালে চাষার ঘরে, ‘মরাই ভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল, উঠান ভরা মুরগি ছিল।’ বজাভূমি সম্পর্কে সর্বকালেই বলা হয়েছে— সুজলা—সুফলা, শস্যশ্যামলা। তবু চাষার আহরের অনু ছিল না। লেখিকার মতে, এর জবাব তথাকথিত সভ্যতার কাছেই আছে, কেননা সভ্যতা নামধারী ইংরেজরাই এর জন্য দায়ী। তাঁর অনুযোগ, ‘কেবল কলিকাতাটুকুই গোটা ভারতবর্ষ নহে.....মুফ্টিমের ধনাট্য ব্যক্তি সব ভারতের অধিবাসী নহে।’ গোটা দেশের চাষারাই অভাবী, দারিদ্র্যক্লিষ্ট হয়ে পড়েছে যন্ত্রসভ্যতার কারণে। এর ফলে তাদের বিলাসিতা যেমন বেড়েছে, তেমনি অনুকরণপ্রিয়তাও বেড়েছে। বিভিন্ন রঙিন ও মিহি কাপড়, জুট ফ্লানেল, আধুনিক যাতায়াত ব্যবস্থা, চাষার বৌ-বির জন্য সওয়ারি, ধান ভানার জন্য ভারানী ইত্যাদিতে একটু একটু করে অনেক খরচ হয়ে যায়। ফলে চাষার দরিদ্রতা ক্রমেই বাড়ছে। অথচ যন্ত্রসভ্যতা বিকাশের আগেও চাষা-বউ চরকায় সুতা কেটে বাড়িসুন্দর লোকের বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করত, এভিপোকা প্রতিপালন করে গরম কাপড়ের ব্যবস্থা করতো। তখন চাষা অনুবস্ত্রের কাঙাল ছিল না। কিন্তু সভ্যতা বিস্তারের ফলে চাষার জমি হাতছাড়া হয়েছে, দেশি শিল্পসমূহ ক্রমশ বিলুপ্ত হয়েছে, জমিতে খরচ বেড়েছে। অন্যদিকে উৎপাদিত দ্রব্যের উপযুক্ত দামও পাচ্ছে না তারা। এ অবস্থা থেকে রেহাই না পেলে চাষার কষ্ট কমবে না। পাট চাষ বাড়তে হবে, নারীর শিল্পকর্মকে বিকশিত করতে হবে, অর্থের অপচয় বন্ধ করতে হবে। চাষার দুঃখের অতীত, বর্তমানের সমস্যা এর প্রতিকার এ বিষয়গুলোই প্রবন্ধে প্রাধান্য পেয়েছে। এসব দিক বিচার-বিবেচনায় প্রবন্ধের নামকরণ ‘চাষার দুষ্কু’ সঠিক ও যথার্থ হয়েছে।

### ✱ রচনা পরিচিতি

মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত ‘চাষার দুষ্কু’ প্রবন্ধটি ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি মূলত সমকালীন অবহেলিত মুসলমান সমাজের দুঃখ-দুর্দশা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ধারণ করেছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি চাষা তথা বাংলার কৃষক সমাজের চরম দীনতা ও তার প্রতিকারের উপায় প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন।

**বস্ত্তসংক্ষেপ :** নারী জাগরণের পথিকৃত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রবন্ধের শুরুতেই দেড়শত বছর পূর্বের অসভ্য বর্বর ভারতবাসীর কথা উল্লেখ করেছেন। ক্রমশ সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে নগরগুলো উন্নতির ধারায় বিকশিত হতে থাকে। কিন্তু দু-চারটা নগর গোটা দেশের প্রতিনিধিত্ব করে না। সমাজের মেরুদণ্ড চাষার অবস্থান সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা দরকার। লেখিকা সে কৃষক সমাজের চরম দুঃখ-দীনতাকে এ প্রবন্ধে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। যেখানে জুট মিলের কর্মচারীদের বেতন ৫০০-৭০০ টাকা সেখানে এর কাঁচামাল উৎপাদনকারী কৃষকরা মূল্যহীন, সহায় সম্বলহীন। তাদের অনু-বস্ত্র পর্যন্ত জোটে না। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন— “ধান্য তার বন্ধুরা যার।”

সুদূর অতীতে চাষা অনু-বস্ত্রের কাঙাল ছিল না। তার মরাই ভরা ধান ছিল, পুকুর ভরা মাছ ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল, মসলিন ও এভি কাপড় ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে জমিদার ও মহাজনদের শোষণ-শাসনের শিকার হয়ে চাষারা জমি-ফসল হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। তারপর যন্ত্র সভ্যতার যুগে দেশি শিল্প লোপ পেতে থাকে, চাষার জমির ওপর শাসকগোষ্ঠীর হাত পড়ে, চাপে নানারকম করের বোঝা। এসবের সাথে যুক্ত হয় বিলাসিতা ও পরাণুকরণ। ফলে চাষার দুঃখও ক্রমশ বাড়তে থাকে। কোনো কোনো এলাকায় চাষারা মানবেতর জীবনযাপন করতে থাকে। কিন্তু তাদের দিকে সদয় দৃষ্টি নিয়ে কেউ তাকায় নি, দুঃখ দূর করার চেষ্টা করে নি। শোষণ-বঞ্চনার শিকার হয়ে চাষার দুঃখ আরো বহুগুণ বেড়েছে।

কৃষক সমাজের এ অবস্থার জন্য অনেকে ইউরোপীয় বিপ্লবের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চায়। কিন্তু লেখিকা পুরোপুরি এ মতের বিরুদ্ধে। তিনি মহাযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্ব থেকে চাষাদের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন, যে সময়ে তাদের নুন আনতে পানতা ফুরাত। লেখিকা তৎকালীন রংপুরের হতদরিদ্র কৃষকদের কথা উল্লেখ করেছেন, যখন টাকায় ২৫ কেজি চাল পাওয়া যেত।

তবুও তারা ভাত না পেয়ে লাউ, কুমড়া, পাটশাক, লাউশাক খেয়ে জীবনধারণ করেছে। লেখিকার ভাষায় “এ কঠোর মহীতে, চাষা এসেছে শুধু সহিতে।”

লেখিকা বাংলার চাষি সমাজের এ কল্পনাদশা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এর প্রতিকারে, অর্থাৎ তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সমাজ ও দেশকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রবন্ধের বিষয় বস্তু অনুযায়ী ‘চাষার দুস্কু’ তাই যথার্থ ও সুন্দর হয়েছে।

### ★ শব্দার্থ ও টীকা

ছেইলা	— ছেলে। সন্তানসন্ততি অর্থে।
পৈছা	— স্ত্রীলোকদের গণিবন্ধনের প্রাচীন অলঙ্কার।
দানা	— খাদ্য অর্থে। ছোলা, মটর, কলাই— এসব শস্যকেও দানা বলে।
অভভেদী	— অভ অর্থ আকাশ। অভভেদী অর্থ আকাশ বা মেঘ ভেদকারী। আকাশচুম্বী।
ট্রামওয়ে	— ট্রাম চলাচলের রাস্তা। রেলওয়ের মতো রাস্তা দিয়ে ট্রাম চলে। তবে তা অধিকতর হালকা। বাস চলাচলের রাস্তার ভিতরেও ট্রামওয়ে থাকতে পারে।
বায়স্কেপ	— চলচ্চিত্র, ছায়াছবি, সিনেমা।
চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড	— বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। সুপ্রাচীনকাল থেকে অন্য কুটির শিল্পের মতো সামান্য বৃত্তি থাকলেও কৃষিই এদেশের মানুষের জীবনযাপনের প্রধান বৃত্তি। এমনকি বিশ শতকে পৃথিবীর কিছু দেশ যখন শিল্পে অসাধারণ সমৃদ্ধি লাভ করেছে আমাদের দেশ তখনও কৃষি বিকাশকেই সবচেয়ে প্রাধান্য দিয়েছে। সুতরাং কৃষি যে এদেশের মেরুদণ্ড— এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।
“পাছায় জোটে না ত্যনা”	— পাট উৎপাদনকারী কৃষকদের চরম দারিদ্র্যের পরিচয় দিতে গিয়ে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রবাদটি ব্যবহার করেছেন। চটকল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পাটের চাহিদা ও কদর বেড়ে যায়। পাটকল শ্রমিকগণও পর্যাপ্ত মাসোহারা পেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে থাকেন। কিন্তু যারা পাট উৎপাদন করতেন সেই কৃষকদের অবস্থা ছিল মানবেতর। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে তাদের জীবন শেষ হতো। প্রবাদটির ভিতর দিয়ে কৃষকদের সেই করবণ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।
কৌপিন	— ল্যাঙ্গাট, চীরবসন, লজ্জা নিবারণের জন্য পরিধেয় সামান্য বস্ত্র।
মহীতে	— পৃথিবীতে।
টোকা	— সুতা পাকাবার যন্ত্র।
এন্ডি	— মোটা রেশমি কাপড়।
বেলোয়ারের চুড়ি	— উৎকৃষ্ট স্বচ্ছ কাচে প্রস্তুত চুড়ি।

### ★ বানান সতর্কতা

অভভেদী, জিজ্ঞাসেভ, ট্রামওয়ে, দারিদ্র্য, শ্রদ্ধাসম্পদ, সর্বস্বান্ত, সন্তুষ্ট, বজ্রীয়, গন্ডা, সন্তোষ, উড়িয়া, তদ্দেশবাসিনী, ন্যূন, স্বহস্ত, অনুকরণপ্রিয়তা, বহি, চূড়ান্ত, স্কন্ধ, দীর্ঘস্থায়ী, কৌপিন, বসুন্ধরা, অর্ধাংশন, অনুবস্ত্র, পুনরুদ্ধার, বাঞ্ছনীয়।

## ➡ অনুশীলন অংশ (Practice)

### উদ্দীপক ১ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সোনাকুড়া গ্রামের শিল্পী ও সবুর কৃষক-দম্পতি। ঋণগ্রস্ত সবুর একে একে সব বন্ধক রেখে আজ নিঃস্ব। বাঁচার তাগিদে শিল্পী গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যান। সেখানে এক ধনী পরিবারে গৃহপরিচারিকার কাজ নেন তিনি। সেখানে তিনি দেখেন গ্রামের নারীদের তৈরি নকশি কাঁথার কদর অনেক বেশি। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শিল্পী গ্রামে ফিরে আসেন। আরও কয়েকজন নারীকে নিয়ে তিনি একটি কর্মীদল গঠন করেন। তারা সবাই মিলে নকশি কাঁথা প্রস্তুত করে শহরে বিক্রির মাধ্যমে নিজেদের দারিদ্র্য মোচন করেন। শিল্পীও বন্ধক রাখা সব জমি পুনরুদ্ধার করেন।



- ক. রংপুর অঞ্চলে রেশমকে স্থানীয় ভাষায় কী বলে? ১
- খ. “শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ ঢেকে রাখে টাক” বলতে প্রাবন্ধিক কী বুঝিয়েছেন? ২
- গ. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের কোন দিকটি শিল্পীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. শিল্পীর স্বাবলম্বন ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে লেখকের বর্ণিত দিক-নির্দেশনার আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

## ১ নং প্রশ্নের উত্তর

## ক জ্ঞান

- স্থানীয় ভাষায় ‘এন্ডি’ বলে।

## খ অনুধাবন

- প্রাবন্ধিক বাংলার কৃষকদের বর্তমান অবস্থাকে বুঝিয়েছেন।
- আমাদের দেশের কৃষকরা নিদারুণ কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্যে দিনযাপন করে। কিন্তু চরম দারিদ্র্যের মধ্যে অবস্থান করেও কোনো কোনো কৃষক বিলাসিতায় আক্রান্ত। আলোচ্য অংশে ‘বাঁকা তাজ’ তাদের সেই বিলাসিতাকে ইজ্জিত করেছে। আর টাক তাদের চরম দারিদ্র্যের পরিচায়ক।

## গ প্রয়োগ

- ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের দিকটি শিল্পীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।
- অতীতে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এসব শিল্পের মাধ্যমে সংসারের অভাব অনেকাংশে ঘুচে যেত। কিন্তু মানুষের বিলাসিতা ও আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়ায় গ্রামীণ কুটির শিল্প আজ ধ্বংসের সম্মুখীন। এর সাথে সাথে গ্রামের কৃষক-শ্রেণির দরিদ্রতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বলেছেন যে, একসময় কুটির শিল্পের মাধ্যমে এদেশের গ্রামগুলো স্বনির্ভরতা অর্জন করেছিল। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর কারণে এই কুটির শিল্পগুলো একে একে ধ্বংস হয়ে গেছে। গ্রামীণ কুটির শিল্পের বিপর্যয় কৃষকদের জীবনে নিয়ে এসেছে চরম দারিদ্র্য। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রাবন্ধিক গ্রামীণ কুটির শিল্প পুনরুদ্ধারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। উদ্দীপকের কৃষকবধূ শিল্পী কুটির শিল্পের মাধ্যমেই তার ভাগ্যের চাকাকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। কুটির শিল্পের মাধ্যমে তিনি তার সংসারের দারিদ্র্য মোচন করতে সক্ষম হয়েছেন।

## ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক গ্রামীণ কুটির শিল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।
- একসময় বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রচলন ছিল। এ শিল্পের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল নারীরা। অবসর সময়ে বসে বসে তারা নকশিকাঁথা, বাঁশ ও বেতের তৈরি নানা জিনিস, পাটের তৈরি দ্রব্যাদি তৈরি করত। কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানুষের বিলাসিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামীণ হস্ত-শিল্পও কুটির শিল্প আজ ধ্বংসপ্রায়। অথচ এর সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে মানুষের দারিদ্র্যও। তাই নারী শিল্পসমূহ পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে নারীদের দারিদ্র্যবিমোচনের পথে অগ্রসর হতে হবে।
- ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক খেদোক্তির সাথে বলেছেন যে, ভারতবর্ষের কৃষকদের দুরবস্থার অন্যতম কারণ তাদের বিলাসিতা। এ কারণেই কুটির শিল্পগুলো ক্রমশ ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি শিল্পসমূহ পুনরুদ্ধারের কথা বলেছেন। উদ্দীপকের শিল্পী যেন প্রাবন্ধিকের নির্দেশিত পথেই দারিদ্র্য ঘুচিয়েছেন। সংসারে তীব্র দারিদ্র্য দেখা দিলে তিনি নিজের পায়ে দাঁড়ানোর তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নকশিকাঁথা তৈরিতে মনোযোগী হন। এতে সফলও হন তিনি।
- ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কৃষকের দারিদ্র্য বিমোচনের উপায় হিসেবে গ্রামীণ হস্তশিল্পে ও কুটির শিল্পে নারীর সম্পৃক্ততা ও তার স্বাবলম্বনের কথা বলেছেন। উদ্দীপকের শিল্পী এ পথেই অগ্রসর হয়েছেন। গ্রামীণ কুটির শিল্পে সম্পৃক্ততার মাধ্যমেই তিনি সংসারের দারিদ্র্য ঘুচিয়েছেন।

## ➡ অতিরিক্ত অনুশীলন (সৃজনশীল) অংশ

## উদ্দীপক

২ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সভ্যতা বলতে কেবল বস্তুগত উন্নতিকেই বোঝায় না। বর্তমান যুগের ভারতের বিজ্ঞানবল মহান সাধক গৌতম বুদ্ধের যুগের ভারতের চেয়ে অনেক বেশি। এখন ভারতে রেলগাড়ি ছুটছে, মোটর ছুটছে, বিমান ও স্টিমার চলছে। আগ্নেয়াস্ত্রকামান, কলকারখানা সবই আছে। আর প্রাচীন ভারতে এসবের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। এসব সত্ত্বেও মহাবীর, বুদ্ধের প্রাচীন ভারতকে আমরা বর্তমান ভারত অপেক্ষা বেশি সভ্য বলে মনে করি। কেননা, সভ্যতা হলো মানবজীবনের সার্বিক বিকাশ।



- |   |   |
|---|---|
| ক. কত বছর পূর্বে ভারতবাসী অসভ্য বর্বর ছিল বলে জনশ্রুতি আছে?   | ১ |
| খ. “এখন আমাদের সভ্যতা ও ঐশ্বর্য রাখিবার স্থান নাই।” লেখিকা একথা কেন বলেছেন?   | ২ |
| গ. উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে ‘চাষার দুস্কু’ রচনার বৈসাদৃশ্য তুলে ধর।   | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে ‘চাষার দুস্কু’ রচনার লেখিকার এ বিষয়ে ভাবনা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে পরিবেশিত হয়েছে। মন্তব্যটির মূল্যায়ন কর। | ৪ |

## ২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক জ্ঞান**

- দেড়শ বছর পূর্বে ভারতবাসী অসভ্য ও বর্বর ছিল বলে জনশ্রুতি আছে।

**খ অনুধাবন**

- নগর সভ্যতার অনুযায়ী বিভিন্ন স্থাবর-অস্থাবর ও যান্ত্রিক সামগ্রীর প্রাচুর্যের প্রতি লক্ষ করে লেখিকা উপর্যুক্ত কথা বলেছেন।
- সভ্যতার একাংশ বস্তুগত সামগ্রী তথা আকাশছোঁয়া পাকা বাড়ি, রেল, স্টিমার, এয়ারোপ্লেন, মোটরলরি, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, পোস্ট অফিস, নানা কলকারখানা, ডাক্তারের প্রাচুর্য, ওষুধ-পথ্যের ছড়াছড়ি, অপারেশন থিয়েটার, ইলেকট্রিক যান ইত্যাদি। এসবের প্রাচুর্যকেই ব্যঙ্গ করে লেখিকা বলেন, “এখন আমাদের সভ্যতা ও ঐশ্বর্য রাখিবার স্থান নাই।”

**গ প্রয়োগ**

- শুধু বস্তুগত উন্নতিকেই সভ্যতা বলা সম্পর্কে উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে ‘চাষার দুস্কু’ রচনার বৈসাদৃশ্য রয়েছে।
- ইংরেজি Civilization-এর বাংলা প্রতিশব্দ সভ্যতা। সভ্যতা মূলত অগ্রসরমান জটিল সংস্কৃতির একটি পর্যায় বা অবস্থান। এ অর্থে সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে খুব একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। সভ্যতা বলতে মানব প্রয়াসের ফলে অর্জিত এমন এক সার্বিক সাফল্য যার বস্তুগত রূপ-প্রকৃতি সংস্কৃতির একটি চরম উন্নতির পর্যায়কে বোঝায়।
- উদ্দীপকে বলা হয়েছে, সভ্যতা বলতে কেবল বস্তুগত উন্নতিকেই বোঝায় না। বক্তব্যের সপক্ষে উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে— বর্তমানে ভারতে রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, স্টিমার, বিমান, তোপ, কামান, কলকারখানার মতো বস্তুগত উন্নয়নের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, যা মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের ভারতে ছিল না। তারপরও আমরা প্রাচীন ভারতকে বর্তমান ভারত অপেক্ষা বেশি সভ্য বলে মনে করি। কেননা, সভ্যতা হলো মানবজীবনের সার্বিক বিকাশ। উদ্দীপকের এ বক্তব্য বিষয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্য ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে দৃশ্যমান। প্রবন্ধের শুরুতেই লেখিকা দেড়শ বছর আগেকার ভারতবাসীকে অসভ্য বর্বর অনুমান করছেন আর বর্তমান ভারতকে সভ্য জ্ঞান করছেন। আর সভ্যতার প্রমাণস্বরূপ লেখিকা আকাশছোঁয়া পাঁচতলা পাকা বাড়ি, রেল, স্টিমার, এয়ারোপ্লেন, মোটরগাড়ি, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, পোস্ট অফিস, অপারেশন থিয়েটার, এবং ইলেকট্রিক ফ্যানের মতো নানা বস্তুগত প্রযুক্তি-সামগ্রীর উপস্থিতিতে উপস্থাপন করেছেন, যা প্রদত্ত উদ্দীপকের বিপরীত ধ্যানধারণা ও আদর্শের ফল।

**ঘ উচ্চতর দক্ষতা**

- বস্তুগত উন্নতি সভ্যতার অন্যতম নির্ণায়ক হলেও শুধু বস্তুগত উন্নতিই যে সভ্যতা নয় এ বিষয়টি উদ্দীপক ও ‘চাষার দুস্কু’ রচনায় পরিলক্ষিত হয়।
- শুধু মুষ্টিমেয় কিছু লোকের বৈষয়িক অসাধারণ উন্নতিই সভ্যতার মানদণ্ড নয়। বরং মানবজীবনের সার্বিক বিকাশই সভ্যতার ভিত্তি। সভ্যতার সম্পদ বাহ্যিক সম্পদ কিংবা শক্তির দৃষ্টের সাথে নয়; বরং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সাথে। তাই সভ্যতার জন্য প্রয়োজন সব মানুষের বস্তুগত, নৈতিক ও মনোজাগতিক উৎকর্ষ সাধন।
- আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, উদ্দীপক ও ‘চাষার দুস্কু’ রচনায় সভ্যতা সম্পর্কে বক্তব্য পরস্পরবিরোধী। উদ্দীপকে যেখানে বলা হয়েছে, সভ্যতা বলতে শুধু বস্তুগত উন্নতিকেই বোঝায় না এবং বস্তুগত ও প্রযুক্তি জ্ঞান ও সম্ভারে সমৃদ্ধ বর্তমান ভারত অপেক্ষা প্রাচীন ভারতই বেশি সভ্য, সেক্ষেত্রে ‘চাষার দুস্কু’ রচনায় লেখিকা মাত্র দেড়শ বছর পূর্বের ভারতকে অসভ্য বর্বর অনুমান করেছেন। সেই সাথে আকাশছোঁয়া অট্টালিকা, রেল, স্টিমার, এয়ারোপ্লেন, মোটরগাড়ি, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, পোস্ট অফিস, ডাক্তার, অপারেশন থিয়েটার এবং ইলেকট্রিক ফ্যান সমৃদ্ধ ভারতকে সভ্য-ভারত প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছেন।
- ‘চাষার দুস্কু’ রচনার শুরুতে বস্তুগত উন্নতিকে সভ্যতার মাপকাঠি দেখালেও সেটি ছিল লেখিকার ধান ভানতে শিবের গান।
- পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকে ‘চাষার দুস্কু’ রচনার লেখিকার এ বিষয়ে ভাবনা এক ভিন্ন প্রেক্ষাপটে পরিবেশিত হয়েছে। প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি তাই যথার্থ।

**উদ্দীপক ৩ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

বৃহত্তর রংপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে লাখ লাখ মণ আলু ওঠে। আলুচাষিরা সারাদিন রোদে পুড়ে মাঠে আলু তোলে। কিন্তু সন্ধ্যায় খালি হাতে বাড়ি ফেরে। ট্রাকে ট্রাকে আলু সোজা হিমাগারে ঢোকে। ঢাকা থেকে আসা মহাজনেরা সেখানে আলু নিয়ে নানা কাজ-কারবারে লিপ্ত থাকে। এর কারণ অনুসন্ধানে নেমে তরুণ সাংবাদিক সাকিব দেখতে পেলেন, দুর্যোগ ও আকালের সময়ে নামমাত্র মূল্যে এসব মহাজন আলু রোপণের পূর্বেই খেতের সব আলু কিনে নিয়েছে। সাকিব স্বগতোক্তি করলেন, ‘আলু তার বসুন্ধরা যার’।



- |   |   |
|---|---|
| ক. সমাজের মেরুদণ্ড কে?  | ১ |
| খ. লেখিকার ধান ভানতে শিবের গান গাওয়ার কারণ কী?   | ২ |
| গ. উদ্দীপকটিতে ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের যে বিষয়ের প্রতি আলেমকপাত করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।  | ৩ |
| ঘ. ‘উদ্দীপকের ‘আলু তার বসুন্ধরা যার’ আর ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের ‘ধান্য তার বসুন্ধরা যার’ মূলত চাষার একান্ত দুঃখগীতা।’ –মূল্যায়ন কর। | ৪ |

**৩ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক জ্ঞান**

- সমাজের মেরুদণ্ড চাষা।

**খ অনুধাবন**

- বক্তব্য বিষয় উত্থাপনের পূর্বে বক্তব্য-বিষয়ের প্রতি উত্থাপিত বাধা সরাতেই লেখিকা ধান ভানতে শিবের গান গেয়েছেন।
- লেখিকা যদি প্রথমেই পলিগাঁয়ের চাষার দারিদ্র্য, তার সভ্যতাবর্জিত জীবন নিয়ে হা-হুতাশ করতেন, তখন কেউ হয়তো শহুরে জীবনের মেকি সভ্যতাকে দেখিয়ে বলতেন যে, ভারতে মোটরকার আছে, গ্রামোফোন, ইলেকট্রিক ফ্যান ইত্যাদি আছে। ভালোর দিক ছেড়ে কেবল মন্দের দিকটা লেখিকা দেখছেন কেন? সেজন্যই লেখিকা ধান ভানতে শিবের গানের মতো প্রথমেই শহুরে সভ্যতার আলোচনা করেছেন।

**গ প্রয়োগ**

- উদ্দীপকটিতে ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের ধান-পাট উৎপাদনকারী চাষার অনুহীন, বস্ত্রহীন থাকা বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের শতকরা ৮০ জন লোক কৃষিজীবী, অর্থাৎ কৃষক। বাকি ২০ জনও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এজন্য এদেশের অর্থনীতির ভিত্তি কৃষিকেন্দ্রিক। কৃষিব্যবস্থার উন্নতি-অবনতির সাথে দেশবাসীর ভাগ্য জড়িত। এ কৃষিব্যবস্থার কাভারি যারা, সেই কৃষক সমাজ আজ অনাদৃত, উপেক্ষিত ও অবহেলিত।
- উদ্দীপকে দেখা যায়, আলুচাষিরা সারাদিন রোদে পুড়ে ঘামে ভিজে মাঠে আলু তোলে। কিন্তু সন্ধ্যায় খালি হাতে বাড়ি ফেরে। ট্রাকে ট্রাকে উত্তোলিত আলু ঢাকা থেকে আসা মহাজনদের ঠিক করা হিমাগারে ঢুকে পড়ে। অনুসন্ধান জানা যায়, আকালের সময়ে এসব মহাজন নামমাত্র মূল্যে রোপণের পূর্বেই খেতের সব আলুর মালিক হয়ে গেছে। তাই তো উৎপাদনকারী চাষি খালি হাতে বাড়ি ফেরে। উদ্দীপকের এ বিষয়টি ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বিশেষ গুরুত্বের সাথে আলোকপাত করেছেন। লেখিকা বলেন যে, “চাষা কেবল ‘ক্ষেতে ক্ষেতে পুড়িয়া মরিবে’, হাল বহন করিবে, আর পাট উৎপাদন করিবে। যখন টাকায় ২৫ সের চাউল ছিল, তখনো তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই— এখন টাকায় ৩/৪ সের চাউল হওয়ায়ও তাহারা অর্ধানশনে থাকে।”

**ঘ উচ্চতর দক্ষতা**

- “উদ্দীপকের ‘আলু তার বসুন্ধরা যার’ আর ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের ‘ধান্য তার বসুন্ধরা যার’ মূলত চাষার একান্ত দুঃখগাঁথা।”— প্রশ্লোদ্ধিখিত এ মন্তব্যটি যথার্থ ও সঠিক।
- দারিদ্র্য আর রোগ-শোক বাংলার কৃষকের নিত্যসঙ্গী। তারা দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। রোগে ওষুধ নেই, এমনকি মাথা গৌজার ঠাইটুকুও তাদের নেই। একবেলা খেয়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে তারা আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোকে পোক্ত করে। বাংলার কৃষকের এ দুরবস্থার চিত্র প্রদত্ত উদ্দীপক ও ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে উঠে এসেছে।
- সম্প্রতি উদ্দীপকে রংপুর অঞ্চলের আলুচাষিরা সারাদিন রোদে পুড়ে, ঘামে ভিজে মাঠে আলু তোলে। কিন্তু সন্ধ্যায় খালি হাতে বাড়ি ফেরে। ট্রাকে ট্রাকে আলু ঢাকা থেকে আসা মহাজনদের মালিকানায় হিমাগারে ঢুকে যায়। অনুসন্ধান জানা যায়, আকালের সময় নিতান্ত স্বল্পমূল্যে এসব মহাজন রোপণের পূর্বেই সব আলু কিনে নিয়েছে। উদ্দীপকের শেষে রাকিব নামের এক সাংবাদিক কর্তৃক পরিহাসছলে উচ্চারিত হয়েছে, ‘আলু তার বসুন্ধরা যার’। এমনই বসুন্ধরার মালিকেরা যে এক মুঠো ধান উৎপাদন না করেও ধানের মালিক হতে পারে তা ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে লেখিকা তুলে ধরেছেন।
- ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে লেখিকা সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশে চাষার উদরে অনু না থাকার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রণিধানযোগ্য একটি উক্তি উদ্ধারণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ‘ধান্য তার বসুন্ধরা যার’। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের আলুচাষি আর ‘চাষার দুস্কু’ রচনা চাষার দুঃখগাঁথা একই সূত্রে গাঁথা।

**উদ্দীপক ৪ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

সম্প্রতি টিভিতে প্রচারিত একটি ম্যাংগো জুস কোম্পানির বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায়, কোম্পানির গাড়ি এসে কৃষকের গাছের সব আম পেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। কৃষকের স্কুল ফেরত কিশোর বালক এ ব্যাপারটি নিয়ে চিংকার-চেষ্টামেচি শুরু করলে কৃষক তাকে এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, “আমাদের আম আমাদেরই থাকব।” এর পরের দৃশ্যে দেখা যায়, সুদৃশ্য প্লাস্টিকের কৌটায় ম্যাংগো জুস নামীয় তরল পদার্থ, যাতে অর্ধেক আমেরও নির্যাস নেই, তাই কৃষক হাসিমুখে চারটি আমের দামে সন্তানকে কিনে খাওয়াচ্ছেন।



- ক. আসাম এবং রংপুরে বিশেষ এক প্রকার রেশমকে স্থানীয় ভাষায় কী বলে? ১
- খ. সেকালে চাষা অনু-বস্ত্র কাঙাল ছিল না কেন? ২
- গ. উদ্দীপকটি ‘চাষার দুস্কু’ রচনার কোন দিকটিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ‘উদ্দীপকের ‘আলু তার বসুন্ধরা যার’ আর ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের ‘ধান্য তার বসুন্ধরা যার’ মূলত চাষার একান্ত দুঃখগাঁথা।”—মূল্যায়ন কর। ৪

**৪ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক জ্ঞান**

- রেশমকে স্থানীয় ভাষায় ‘এন্ডি’ বলে।

**খ অনুধাবন**

- সেকালে চাষার ঘরের পুরুষরা মাঠে অনু সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট থাকতো, আর রমণীরা গৃহ-অভ্যন্তরে স্বহস্তে বস্ত্র সমস্যার সমাধান করত বলে চাষা অনু-বস্ত্রে কাঙাল ছিল না।
- সেকালে কৃষক সমাজে পুরুষ-রমণী নির্বিশেষে কারোরই বাবুয়ানা ছিল না। চাষা যেমন স্বহস্তে উৎপাদিত খাদ্যেই উদর পূর্তি করত, চাষার বউও তেমনি নিজ হাতে কাপড় বুনে হেসে-খেলে বস্ত্র সমস্যা পূরণ করত। এসব কারণে সেকালে চাষা অনু-বস্ত্রের কাঙাল ছিল না।

**গ প্রয়োগ**

- উদ্দীপকটি ‘চাষার দুস্কু’ রচনায় আমাদের বিলাসিতা অর্থাৎ সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণপ্রিয়তার দিকটিকে নির্দেশ করে।
- মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো হলো- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদন। অবশ্য বিনোদনকে কেউ কেউ প্রথমোক্ত পাঁচটি মৌলিক চাহিদার মতো নিরেট ও নির্ভেজাল মৌলিক চাহিদা মনে করেন না। কেননা, প্রথম পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পূরণ হলে পরে বিনোদন নামের ষষ্ঠ মৌলিক চাহিদা পূরণ আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায় মাত্র। কিন্তু বিনোদনের মতো মৌলিক চাহিদা মেটানোর পরই বিলাসিতা নামের অহেতুক কিংবা উটকো রোগ মানুষকে চেপে ধরে।
- উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রাকৃতিক পরিবেশে সনাতন ব্যবস্থায় আম খাওয়ার পরিবর্তে কৃষকের মধ্যে সুদৃশ্য প্লাস্টিক কৌটায় আমের রস খাওয়ার শহুরে বিলাসিতা বা অনুকরণপ্রিয়তা জেগেছে। এর ফল হিসেবে তাকে অর্ধেক আমের নির্যাস আছে কী নেই এমনই এক তরল পদার্থ কিনে খেতে হচ্ছে চারটি আমের দামে। কৃষকের এরূপ শহুরে অনুকরণপ্রিয়তা বা বিলাসিতাকে ‘চাষার দুস্কু’ রচনায় ‘অনুকরণপ্রিয়তা নামক আর একটা ভূত’ আখ্যায়িত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিচিত্র বর্ণের জুট ফ্লানেলের কারণে গ্রামীণ চাষারা আজ এন্ডি প্রতিপালন ও এন্ডি কাপড় বুনন ছেড়ে দিয়েছে। পূর্বে পল্লিবাসী ক্ষার প্রস্তুত করে কাপড় কাচত। এখন তাদের কাপড় ধোয়ার জন্য ধোপা প্রয়োজন হয়, নয়তো সোড়া।

**ঘ উচ্চতর দক্ষতা**

- সভ্যতার নামে শহুরে বাবুয়ানা জীবনযাপনের বিলাসিতার অনুকরণপ্রিয়তার ঘোড়া-রোগ গ্রামবাংলার চাষাদেরকে দারিদ্র্যের জালে আবদ্ধ করে রাখছে।
- মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ না হলে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষ ‘মানুষ’ হয়ে ওঠে না। সেজন্য স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার মতো মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে অবশ্য চিন্তাবিনোদনকেও মৌলিক মানবিক চাহিদারূপে গণ্য করা হয়।
- প্রথমোক্ত পাঁচটি মৌলিক চাহিদার পূর্বে চিন্তাবিনোদনকে গুরুত্ব দিলে বিলাসিতা নামক দুরারোগ্য ব্যাধিতে সমাজজীবন আক্রান্ত হয়। উদ্দীপকে আমরা দেখি, গ্রামের কৃষককে শহুরে বিলাসিতার নিদর্শন প্লাস্টিকের কৌটায় আমের রস খাওয়ার অনুকরণ করতে গিয়ে অর্ধেক আমের নির্যাস আছে কী নেই এমন এক তরল পদার্থ কিনে খেতে হচ্ছে চারটি আমের দামে। ফলাফল আর্থিক ক্ষতি ও দারিদ্র্যপ্রবণতা বৃদ্ধি। ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে লেখিকা গরিবের এমনি উৎকট রোগকে ‘অনুকরণপ্রিয়তা নামক ভূত’ বলেছেন।
- ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে অনুকরণপ্রিয়তার ভূত আমাদের কাঁধে চেপে বসার ফলাফল দেখাতে গিয়ে লেখিকা বলেছেন, মুটে-মজুর ট্রাম না হলে দু’পদ নড়তে পারে না। প্রথম দৃষ্টিতে ট্রামের ভাড়া পাঁচটা পয়সা অতি সামান্য বোধ হয়- কিন্তু যেতে আসতে যে দশ পয়সা লেগে যায়। এভাবে দুপয়সা-চারপয়সা করে ধীরে ধীরে সে সর্বস্বহারা হয়ে পড়ে। এসব বিবেচনায় সংগত কারণেই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে যথার্থ বলা যায়।

**উদ্দীপক**

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

শীতে মরি ঠাণ্ডায়, চৈতে মরি খরায়  
বৈশাখে বাড়় দিরিম দিরিম, বর্ষা বাদল ঝরায়  
আমি থাকি খোলা অঞ্জে তোমার বস্ত্র বুনে  
এক কাপড়ে জনম গেল বাপ ব্যাটার সনে  
এক বেলা খায় মায়ে-ঝিয়ে আরেক বেলা পুত  
বাপে থাকে উপোস করে ক্ষুধার জ্বালায় ভূত।



ক. ‘ত্যানা’ শব্দের অর্থ কী?

খ. নিজ হাতে উৎপাদিত ফসল কৃষকের মুখে হাসি না ফোটাতে পারার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের কৃষকদের বাস্তবতার তুলনা কর।

ঘ. ‘এক কাপড়ে জনম গেল’- উক্তিটি ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে অবলম্বনে মূল্যায়ন কর।

১  
২  
৩  
৪



## ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

## ক জ্ঞান

- ছেঁড়া কাপড়।

## খ অনুধাবন

- সভ্যতার যাতাকলে পিষ্ট হয়ে কৃষকের ফসল আর কৃষকের থাকে না বলে কৃষকের ফসল কৃষকের মুখে হাসি ফোটাতে পারে না।
- নব্য যান্ত্রিক সভ্যতা জঁকজমক আর বিলাসিতা এনে দিলেও তা দেশীয় কুটির শিল্পকে ধ্বংস করেছে। ফলে একদিকে যেমন কৃষকদের আয় হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে নিত্য ব্যবহার্য অনেক জিনিস যা সে আগে নিজ হাতে তৈরি করত, সেগুলোও তাকে কিনে আনতে হচ্ছে। তাছাড়া নতুন সভ্যতার প্রভাবে কৃষকরা বিলাসিতায় অভ্যস্ত হতে শুরু করায় উৎপাদিত পণ্যের সমস্ত চাহিদার জোগান সম্ভব হচ্ছে না। তাই উৎপাদিত ফসল আর কৃষকের মুখে হাসি ফোটাতে পারছে না।

## গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের মতো ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের কৃষকরাও একই দুরবস্থার শিকার।
- ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। সুজলা, সুফলা এ দেশের মাটি ও মানুষের মন একই সূতায় গাঁথা। বর্ষায় ভিজে নরম হয়ে আবার চৈত্রে শুকিয়ে শক্ত হয়। রুক্ষ মাঠকে সোনালি ফসলে ভরে দিতে কৃষকদের রাত-দিন খাটতে হয়। অথচ অনু-বস্ত্রের অভাবে তারাই সবচেয়ে কষ্ট পায়।
- উদ্দীপকে কৃষক-শ্রমিকদের অনাহার-অর্ধাহারে দিনাতিপাত করার কথা বলা হয়েছে। তাদের অবস্থাটা এমনই যে, ঘরে একবেলা আহার থাকে তো অন্যবেলা উনুনে পাতিল ওঠে না। শীতকালে বস্ত্রাভাবে কষ্ট পায়। যারা সভ্যতার বড়াই করে তাদের অনুভাব পূরণ করতে গিয়েই কৃষকরা অভুক্ত থাকে। প্রবন্ধে লেখক মাত্র কয়েকটি এলাকার কৃষকদের বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু এদেশের প্রতিটি জেলারই চিত্র কম-বেশি একই রকম। কৃষক রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে অতিকষ্টে ফসল ফলায়, অথচ ভোগের বেলা তাদের পেটে পাল্তা ভাতের সাথে তরকারিও জোটে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের অবস্থাটা এতটাই করুণ যে, অভাবের তাড়নায় কৃষককে স্ত্রী-কন্যা পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়। আলোচ্য উদ্দীপক এবং ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধ উভয়ক্ষেত্রেই কৃষকদের একই দুরবস্থার চিত্র চিত্রিত হয়েছে।

## ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উক্তিটি আমাদের দেশের কৃষক-শ্রমিকের বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি।
- সভ্যতার বিবর্তনে বিপ্লবানরা যেমন একদিকে বিশ্বের পাহাড় গড়ছে, অন্যদিকে দরিদ্ররা আরো দরিদ্র হচ্ছে। আলোচ্য ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধ এবং উদ্দীপকে কৃষক-শ্রমিকদের দুরবস্থার এ চিত্রই পরিলক্ষিত হয়।
- উদ্দীপকের বর্ণনায় পোশাক শ্রমিকরা তাদের শ্রমের বিনিময়ে সভ্য মানুষকে পোশাকে আরো সভ্য করে তুলতে দিন-রাত নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। অথচ তারাই নিম্নমানের পোশাক পরে। আবার কখনো কখনো ছেঁড়া কাপড় পরে ফ্যাক্টরির কল চালায়। তেমনি কৃষকরা ফসলের সমারোহ আনলেও তাদের ঘরেই ভাতের অভাব-বস্ত্রের অভাব নিত্য দিনের ঘটনা।
- ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে কৃষক অন্যের ক্ষুধা নিবারণ করতে গিয়ে নিজের ক্ষুধাকে বিসর্জন দেয়। সন্তানের মুখে দুবেলা-দু’মুঠো ভাত তুলে দিতে তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়।
- নব্য সভ্যতার করাল গ্রাসে কৃষক আজ নিষ্পেষিত। সভ্যতার নামে ঐতিহ্য কলুষিত হচ্ছে। পরের ঘরকে আলোকিত করতে গিয়ে তাদের নিজের ঘরই পড়ে থাকে অন্ধকারে। উদ্দীপকে চাষাদের বাস্তব অবস্থার এ দিকটিই লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি কৃষক-শ্রমিকদের বাস্তব অবস্থার চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে যথার্থ হয়ে উঠেছে।

## উদ্দীপক ৬ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ধলুয়া গ্রামের কৃষক ফজর আলীর বড় মেয়ে নূরী রূপে-গুণে অনন্যা। এ রূপই তার আপন শত্রুতে পরিণত হলো শেষ পর্যন্ত। অভাবগ্রস্ত পিতা দুবেলা-দু’মুঠো অনু-বস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না। তেল-সাবান তো দুর্লভ বস্তু! তাই সংসারে সচ্ছলতা আনতে ফজর আলী কন্যাকে যাটোখর্ষ অবস্থাসম্পন্ন এক গৃহস্থের সাথে বিয়ে দেয়। এরূপ ঘটনা আমাদের সমাজে কত হয়! অভাবের কাছে জীবনের মূল্য বড় কম।



- ক. ‘পখাল ভাত’ শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে চাষার স্ত্রী-কন্যা বিক্রি করে দেয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের বাস্তবতার সঙ্গে ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে উল্লিখিত বিহার অঞ্চলের কৃষকদের জীবন বাস্তবতার তুলনা কর। ৩
- ঘ. ‘অভাবের কাছে জীবনের মূল্য বড় কম।’- উক্তিটি ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

## ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

## ক জ্ঞান

- ‘পখাল ভাত’ শব্দের অর্থ পাল্তা ভাত।

## খ অনুধাবন

- প্রবন্ধে চাষার স্ত্রী-কন্যা বিক্রি করে দেয়ার কারণ হলো চাষার দারিদ্র্য তথা অর্থাভাব।
- ‘চাষার দুষ্ক’ প্রবন্ধে চাষা অর্থাৎ কৃষকরা ছিল হতদরিদ্র। তাদের অবস্থাটা ছিল নুন আনতে পালতা ফুরানোর মতোই। প্রতিনিয়ত দারিদ্র্যের কষাঘাতে পর্যুদস্ত কৃষক ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির জন্য এতটাই মুখিয়ে থাকত যে, স্ত্রী-কন্যা বিক্রি করতেও পিছপা হতো না।

### গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের ফজর আলীর বাস্তবতা আর ‘চাষার দুষ্ক’ প্রবন্ধে উল্লিখিত বিহার অঞ্চলের কৃষকদের জীবন বাস্তবতা মোটামুটি একই রকম।
- কৃষক-শ্রমিকদের শ্রমে-ঘামে সভ্যতার চাকা ঘুরলেও তারা সবচেয়ে বেশি শোষণ-বঞ্চনার শিকার। একদিকে যেমন তাদের নুন আনতে পালতা ফুরায়, অন্যদিকে বিত্তবানদের লালসার চাপে তারা পিষ্ট, যা উদ্দীপক ও ‘চাষার দুষ্ক’ প্রবন্ধে উঠে এসেছে।
- উদ্দীপকে ধনুয়া গ্রামের বাসিন্দা ফজর আলী সমাজের নিচু তলার একজন অভাবগ্রস্ত মানুষ। প্রায়ই সে দু’বেলা খেতে পায় না। তার এ অতি দারিদ্র্যের সুযোগ কাজে লাগিয়ে অবস্থাপন্ন এক গৃহস্থ তার এগার বছর বয়সী কন্যাকে বিয়ে করে। আলোচ্য ‘চাষার দুষ্ক’ প্রবন্ধে বিহার অঞ্চলের কৃষকরাও একই দুরবস্থার শিকার। তারাও অভাবের তাড়নায় মাত্র দুই সের খেসারির বিনিময়ে স্ত্রী-কন্যা বিক্রি করতে বাধ্য হতো। এভাবে দেখা যায়, পরিশ্রমিত, কার্যকারণ এবং অবস্থার বিচারে এরা একই নিয়তির শিকার।

### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- ‘অভাবের কাছে জীবনের মূল্য বড় কম’- উদ্দীপকের এ উক্তিটি ‘চাষার দুষ্ক’ প্রবন্ধের আলোকে যথাযথ।
- ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তিই যেখানে শেষকথা, সেখানে জীবনের মূল্য অনুধাবন অর্থহীন। তখনকার অনগ্রসর সমাজব্যবস্থায় তাই কৃষক-শ্রমিক তথা সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষ ছিল সবচেয়ে শোষিত ও বঞ্চিত। আলোচ্য উদ্দীপক এবং ‘চাষার দুষ্ক’ প্রবন্ধে তারই সাক্ষ্য।
- উদ্দীপকের অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ ব্যক্তিটি সমাজের একজন প্রভাবশালী লোক। তার অর্থ-বিত্তের অভাব নেই। অর্থের জোরে সে যাটোর্থ্ব হয়েও লালসা চরিতার্থ করতে এগার বছরের নরীকে বিয়ে করে। ‘চাষার দুষ্ক’ প্রবন্ধেও চাষার দুঃখের জন্য দায়ী সভ্যতার বিরূপ চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে।
- ‘চাষার দুষ্ক’ প্রবন্ধেও বিহার অঞ্চলে কৃষকরা মাত্র দুই সের খেসারির বিনিময়ে তাদের স্ত্রী-কন্যাদের বিক্রি করতে বাধ্য হতো। কণিকা রাজ্যের কৃষকরা পালতা ভাত জোটাতেও তার সাথে তরকারি জোগাড়ের সামর্থ্য তাদের ছিল না, পখাল ভাত বা পালতা ভাতের সাথে লবণ বা শূটকি মাছ ছিল তাদের উপাদেয় খাবার। অনাহারে-অর্ধাহারে কৃষক জীবন কাটাত, অনটন ছিল নিত্যদিনের ঘটনা, যার ভয়াবহতা লক্ষ করা যায় উদ্দীপকের নরীর করুণ পরিণতির মধ্যদিয়ে। এক্ষেত্রে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথাযথ।

### উদ্দীপক ৭ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সম্ভ্যারানী টাঙ্গাইলের প্রত্যন্ত গ্রামে বসবাস করে। স্বামী গরিব কৃষক। পৈতৃক পেশা জানা থাকায় সংসারে তাঁত বুনে কিছু আয় হয়। গ্রামের অধিকাংশ নারী তার কাছ থেকে তাঁত বোনা শিখে তাদের সংসারের কাপড়ের অভাব মেটায়। কিন্তু এখন কারখানায় কাপড় তৈরি হওয়ায় তাদের কাপড় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। ফলে সংসারে অভাব দেখা দিয়েছে। সভ্যতার বিবর্তনে এ হস্তশিল্প আজ জাদুঘরে স্থান পাচ্ছে।



- ক. ‘এন্ডি’ শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. জমিরনকে তার মা রাজবাড়ীতে নিয়ে আসত কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের সম্ভ্যারানীর সঙ্গে ‘চাষার দুষ্ক’ প্রবন্ধের সাদৃশ্য তুলে ধর। ৩
- ঘ. ‘সভ্যতার বিবর্তনে এ হস্তশিল্প জাদুঘরে স্থান পাচ্ছে’- উক্তিটি সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- ‘এন্ডি’ শব্দের অর্থ মোটা রেশমি কাপড়।

#### খ অনুধাবন

- জমিরনের মাথায় তেল দেয়ার জন্য তার মা তাকে রাজবাড়ীতে নিয়ে আসত।
- তখনকার দিনে কৃষকদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তেলের দাম কম হলেও জমিরনের বাবার তেল কেনার সামর্থ্য ছিল না। তাই জমিরনের মাথায় তেল দিতে তার মা তাকে রাজবাড়ীতে নিয়ে আসত।

#### গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের সম্ভ্যারানীর সঙ্গে ‘চাষার দুষ্ক’ প্রবন্ধের আসাম ও রংপুর অঞ্চলের বাঙালি রমণীদের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।
- গ্রামবাংলায় একসময় হস্ত ও কুটির শিল্পের ব্যাপক প্রচলন ছিল। কুটিরশিল্পের মাধ্যমে গৃহবধূরা বস্ত্রসহ গৃহস্থালির নানা প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি অর্থ উপার্জনও করত। কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতার আগ্রাসনে এ শিল্প আজ হারিয়ে যাওয়ার পথে।

ফলে আর্থিক সংকটে পড়ে হয় অনেক পরিবার।

- উদ্দীপকের সন্ধ্যারাণীর মতো আরো অনেকেই চরকায় সুতা কেটে জীবিকা নির্বাহ করত। ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধেও বাঙালি রমণীদের চরকায় সুতা কেটে জীবিকা নির্বাহ করার পাশাপাশি ঘরের ব্যবহৃত কাপড়ের জোগান দেয়ার কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকে সন্ধ্যারাণীর তাঁত বোনা একসময় বন্ধ হয়ে যায় মেশিনে সুতা উৎপন্ন করে কাপড় তৈরি করার কারণে। অন্যদিকে ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে আসাম ও রংপুর অঞ্চলের নারীদের তৈরি এন্ডি কাপড়ও একসময় বিলীন হয়ে যায়। সভ্যতার বিবর্তনে বাজারে স্বল্পমূল্যে রঙিন ও মিহি কাপড় পাওয়া যায় বলে। ফলে সন্ধ্যারাণীর মতো এদের সংসারেও অভাব দেখা দেয়, যা উদ্দীপকের সঙ্গে ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের সাদৃশ্য তৈরি করে।

### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- কালের বিবর্তনে এ হস্তশিল্প জাদুঘরে স্থান পাচ্ছে উক্তিটি যথার্থ ভাবেই সত্যি।
- কালের বিবর্তনে নানা শিল্প আজ বিলুপ্তপ্রায়, কোনো কোনো শিল্প জাদুঘরে স্থান পেয়েছে। ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে লেখিকা আসাম ও রংপুর অঞ্চলের নারীদের তৈরি দেশীয় কুটিরশিল্প ‘এন্ডি’ কাপড় এবং এর বিলীন হওয়ার কথা বলেছেন। উদ্দীপকে পরিণতির মধ্যেও এরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।
- উদ্দীপকের বর্ণনায় গ্রামের অনেক নারীই চরকায় সুতা কেটে পরিবারের সকলের জন্য কাপড় তৈরি করত। এছাড়াও সন্ধ্যারাণী এ কাজ করে উপার্জনের মাধ্যমে সংসারে সচ্ছলতা আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু নব্য সভ্যতার আগ্রাসনে তার কাজের চাহিদা শেষ হয়ে যায়।
- ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে দেখা যায়, একসময় বাংলার ঘরে ঘরে কুটির শিল্পের ব্যাপক প্রচলন ছিল। বাংলার ঘরে ঘরে রমণীরা কোনো না কোনো হস্তশিল্প অথবা কুটিরশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এ থেকে তাদের ঘরের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি কিছু আয়ও হতো।
- কালের আবহে সভ্যতার করাল গ্রাসে হস্তশিল্প বন্ধ হওয়ার উপক্রম। ফলে হস্তশিল্প হারিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি এ শিল্পসংশ্লিষ্টদের উপার্জনের পথও বন্ধ হয়ে যায়, সংসারে নেমে আসে অভাবের বোঝা। কার্যকারণ ও ফলাফল বিচারে তাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথাযথ।

### উদ্দীপক চ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আবিদ সাহেব নতুন বিয়ে করেছেন। স্ত্রী অল্প শিক্ষিতা। একটু নবাবি চাল-চলন বজায় রাখতে চান তিনি। আবিদ সাহেবের সামান্য বেতনে সংসার চালাতে কষ্ট হয়। তবে পূর্বে একানুবর্তী পরিবারের সাথে থাকাকালে তার অবস্থা ভালোই ছিল। কিন্তু তার স্ত্রী ঘরে উৎপাদিত পণ্যের পরিবর্তে বাজারের তেল, জল, লবণ, সোডা প্রভৃতি ব্যবহারের প্রতি জোর দিয়েছে। এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনে সংসার চালাতে আবিদ সাহেবকে হিমশিম খেতে হয়। তবুও তার স্ত্রীর বিলাসিতা চাই।



- ক. সভ্যতার আগমনে রমণীরা ক্ষারের পরিবর্তে কীসের ব্যবহার শুরু করেছিল? ১
- খ. এন্ডি কাপড় বিলুপ্ত হয়ে গেল কেন? – ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের সাদৃশ্য তুলে ধর। ৩
- ঘ. ‘আধুনিক সভ্যতা ও বিলাসিতা একে অপরের সহোদর’ – উদ্দীপক ও ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধ অবলম্বনে মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

### চ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- সভ্যতার আগমনে রমণীরা ক্ষারের পরিবর্তে সোডা ব্যবহার করতে শুরু করেছিল।

#### খ অনুধাবন

- কারখানায় নানা রঙের চিকন সুতার কাপড় উৎপন্ন হওয়ায় এন্ডি কাপড় একসময় বিলুপ্ত হয়ে যায়।
- বাংলার ঘরে ঘরে একসময় এন্ডি কাপড় তৈরি হলেও আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে কারখানায় চিকন সুতার বর্ণিল কাপড় উৎপাদন শুরু হয়। সেগুলো দেখতে সুন্দর, দামেও সস্তা। ফলে এন্ডি কাপড়ের চাহিদা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। যার দরুন এন্ডি কাপড় একসময় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

#### গ প্রয়োগ

- বিলাসিতার দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের মিল রয়েছে।
- ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে চাষার দুঃখ-কষ্টের প্রধান কারণ হিসেবে উঠে এসেছে দেশি পণ্যের প্রতি তাদের অনীহা ও বিলাসী মনোভাব, যার পরিণতি উদ্দীপকের ঘটনাতেও লক্ষ করা যায়।
- উদ্দীপকে আবিদ সাহেবের অল্প শিক্ষিত স্ত্রী আধুনিক সভ্যতায় অভ্যস্ত। পূর্বে কৃষক-রমণীরা যেখানে চরকায় সুতা কেটে জামা-কাপড় তৈরি করত, ক্ষার তৈরি করে কাপড় ধৌত করত, ঘানি টেনে তেল তৈরি করত, হাঁস-মুরগি লালন-পালন করে সংসারে আয় করত, নব্য আধুনিক শিক্ষিতা রমণীরা এসবের ধারে-কাছেও নেই। তাই আবিদ সাহেবের স্ত্রী ঘরে উৎপাদিত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পরিহার করে বাজারের প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করে। ফলে আবিদ সাহেবের সংসারে

অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে মাস-শেষে অর্থাভাব দেখা দেয়। তেমনি ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধেও লেখক দেখিয়েছেন, বিলাসী রমণীদের অনুকরণ-প্রবণতা ও বিলাসিতা আধুনিক সভ্যতারই পরোক্ষ ফল। এদিক দিয়ে উদ্দীপক এবং ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে সাদৃশ্য দেখা যায়।

### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- ‘আধুনিক সভ্যতা ও বিলাসিতা একে অপরের সহোদর’—উক্তিটি উদ্দীপক ও ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের আলোকে যুক্তিযুক্ত।
- বিলাসিতা আধুনিক সভ্য সমাজের পরোক্ষ ফল। সভ্য সমাজে বিলাসিতার সাথে সাথে অনুকরণ-প্রবণতাও প্রবলভাবে লক্ষ করা যায়। শুধু পোশাকে নয়, আধুনিক জীবনযাপনে বিলাসিতা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে গোটা বিশ্ব দিন দিন অনুকরণের বিশ্বে পরিণত হচ্ছে।
- উদ্দীপকে আবিদ সাহেবের স্ত্রী আধুনিক সভ্যতায় অভ্যস্ত। ফলে তিনি প্রকিয়াজাত বাজারের সামগ্রী ব্যবহার করতে পছন্দ করেন। স্ত্রীর এরূপ বিলাসিতাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে তিনি সংসার চালাতে হিমশিম খান। আলোচ্য ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে লেখকও সভ্যতার এ বিরূপ দিকটিকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন।
- ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে, কয়েক বছর আগে যেখানে রমণীরা ক্ষার তৈরি করে কাপড় কাচত, সেখানে সোডা সে জায়গা দখল করেছে। বিচিত্র বর্ণের ফ্লানেল কাপড় মানুষের বুটিকে এতোটাই পরিবর্তন করে দিয়েছে যে, সেখানে মোটা এন্ডি কাপড় আর চলে না, কাপড় ধোয়ার জন্য লন্ড্রি, ঘুরে বেড়ানোর জন্য ট্রাম, ট্রেন, গাড়ি থাকা চাই। যেখানে অভভেদী বাড়ি তৈরি হচ্ছে সেখানে কে চায় খড়ের ঘরে থাকতে। সর্বত্র যখন আধুনিকতার ছোঁয়া, বিলাসিতা সেখানে নতুন কিছু নয়। পরিশেষে বলা যায়, পাল্টে যাচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালি, বিজ্ঞান মানুষকে বেগ দিলেও আবেগ কেড়ে নিয়েছে। এখনকার সময় বাইরের ঠাট বজায় রাখাই আধুনিক সভ্য সমাজের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং সার্বিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত উক্তিটি সঠিক।

### উদ্দীপক ৯ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

“সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা,  
দেশ মাতারই মুক্তিকামী দেশের সে যে আশা।  
দধীচি কি ইহার চেয়ে সাধক ছিল বড়?  
পুণ্য এত হবে নাকো, সব করিলেও জড়।”



- |  |   |
|--|---|
| ক. ‘জঠর’ শব্দের অর্থ কী?   | ১ |
| খ. প্রবন্ধকার ‘ধান ভানিতে শিবের গীত’ গেয়েছেন কেন?   | ২ |
| গ. উদ্দীপকের চাষা ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের পল্লিবাসী কৃষক কোন বিষয়টিকে রূপায়িত করে?—ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. ‘চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড’—উক্তিটি উদ্দীপক এবং ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।         | ৪ |

### ৯ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- ‘জঠর’ শব্দের অর্থ হলো উদর।

#### খ অনুধাবন

- আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতি সম্পর্কে আলোকপাত করার তাগিদেই প্রবন্ধকার ‘ধান ভানিতে শিবের গীত’ গেয়েছেন।
- ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের লেখকের মূল আলোচ্য বিষয় চাষার দারিদ্র্যের বর্ণনা। কিন্তু তিনি যদি শুধু এ নিয়েই কথা বলেন তাহলে কেউ বলতে পারে তিনি শুধু সমাজের মন্দ দিকটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। সভ্যতার অগ্রগতি বা সমাজের ভালোর দিকটি নিয়ে কথা বলেননি। তাই তিনি প্রথমেই সমাজের ভালো দিকটি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

#### গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের চাষা এবং ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের পল্লিবাসী কৃষক পরের কল্যাণে জীবন অতিবাহিত করার বিষয়টিকে রূপায়িত করেন।
- কৃষকেরা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে জমিতে সোনার ফসল ফলান। তাদের কষ্টার্জিত ফসলে ভরে ওঠে ফসলের মাঠ। বিনিময়ে তারা পান অনু-বস্ত্রহীন কষ্টের জীবন।
- উদ্দীপকে চাষাকেই সবচেয়ে বড় সাধক বলা হয়েছে। কেননা, কৃষকের শ্রমে-ঘামে অর্জিত ফসল মূলত তাদের পরম সাধনার ফল। চাষারাই এদেশের আশা। কেননা, দেশের আপামর জনসাধারণ তাদের উৎপাদিত ফসলের দিকে তাকিয়ে থাকে। ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধেও বলা হয়েছে, কৃষকরা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ফসল উৎপাদন করে। কিন্তু তাদের পেটে খাবার থাকে না। অর্থাৎ, তারা অন্যের জন্য সারাজীবন কষ্ট করেন। নিজের সাধনার ফসল নিজে ভোগন করে না। তবে এ নিয়ে তাদের কোনো অভিযোগও নেই। তাই আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকের চাষা এবং ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের পল্লিবাসী কৃষক পরের কল্যাণে জীবন বিসর্জন করার বিষয়টিকে রূপায়িত করেন।

### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- চাষার সমাজের সকলের জন্য অন্নের সংস্থান করেন বলে তারাই সমাজের মেরুদণ্ড।

- মেরুদণ্ডের ওপর ভর করে যেমন একটি মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি একটি সমাজও চাষাদের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। কেননা, সমাজের মানুষ কৃষকদের উৎপাদিত ann থেকেই জীবনধারণ করে।
- উদ্দীপকে চাষাদেরই সবচেয়ে বড় করে দেখা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারাই সবচেয়ে বড় সাধক এবং দখীচির মতো সাধকের পুণ্যও তাদের তুলনায় কম। তারাই দেশমাতৃকার মুক্তিকামী এবং দেশের আশা। আবার ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধেও চাষার গুরুত্বের কথা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। চাষাকেই সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসানো হয়েছে।
- উদ্দীপক এবং ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধটি বিশ্লেষণে দেখা যায়, চাষারাই সবচেয়ে বড় সাধক এবং সমাজের প্রধান অংশ। কেননা, তারা নিদারুণ কষ্ট করে অন্যের মুখে হাসি ফোটান। তাই আমরা বলতে পারি যে, ‘চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড’ উক্তিটি যথার্থ।

## সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

### অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর

১. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সভ্যতার সঙ্গে দারিদ্র্য বৃদ্ধির কী কারণ নির্দেশ করেছেন?  
ক) সচ্ছলতা খ) বিলাসিতা গ) অলসতা ঘ) আরামপ্রিয়তা
২. ‘নবাবি চাল’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?  
ক) অলস সময় কাটানো খ) অসৎ উপার্জন  
গ) উৎপাদনহীন অবস্থা ঘ) অনুকরণপ্রিয়তা
৩. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।  
নূরুল গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। পৈতৃক জমিজমা তার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের উৎস ছিল। বিদ্যুতের অভাবে কৃষকরা জমিতে সেচ দিতে পারেন না। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হয়। কিন্তু নূরুলের ঘরে ছিল এয়ার কন্ডিশন ও বৈদ্যুতিক চুলা। প্রয়োজন না থাকলেও লোক দেখানো সব বিলাস দ্রব্যই তার চাই। এই বিলাসিতার কারণে একে একে সব জমি বিক্রি করে আজ তিনি নিঃস্ব।
৩. নূরুলের বিলাসিতা “চাষার দুস্কু” প্রবন্ধের যে অংশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তা হলো—  
i. কর্মবিমুখ কৃষকসমাজ ii. শিক্ষাহীন কৃষককুল  
iii. কৃষি কাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা  
নিচের কোনটি ঠিক?  
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
৪. উপর্যুক্ত অবস্থার কারণ কী?  
ক) পরিশ্রম বিমুখতা খ) সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ  
গ) গ্রামীণ শিল্পে অনগ্রহ ঘ) পচাৎপদতা

### মাস্টার ট্রেনার কর্তৃক যাচাইকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

### ক লেখক পরিচিতি : (বোর্ড বই থেকে)

৫. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?  
ক) ১৮৮০ সালে খ) ১৮৮২ সালে  
গ) ১৮৮৪ সালে ঘ) ১৮৮৫ সালে
৬. রোকেয়া কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেন?  
ক) ৮ই ডিসেম্বর খ) ৯ই ডিসেম্বর  
গ) ১০ই ডিসেম্বর ঘ) ১১ই ডিসেম্বর
৭. রোকেয়া কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?  
ক) জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবিতে খ) রংপুর জেলার পায়রাবন্দে  
গ) পঞ্চগড় জেলার কেশবপুরে ঘ) ঠাকুরগাঁও জেলার মদনপুরে
৮. জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের কার পিতা ছিলেন?  
ক) মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর খ) মোতাহের হোসেন চৌধুরীর

৯. রোকেয়ার স্বামীর নাম কী?  
ক) মির্জা সাখাওয়াত হোসেন খ) সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন  
গ) মীর সাখাওয়াত হোসেন ঘ) শেখ সাখাওয়াত হোসেন
১০. সমকালীন মুসলমান সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন কে?  
ক) কবীর চৌধুরী খ) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন  
গ) মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ঘ) মোতাহের হোসেন চৌধুরী
১১. মুসলিম নারী জাগরণে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন কে?  
ক) সিদ্দিকা কবীর খ) সুফিয়া কামাল  
গ) সেলিনা হোসেন ঘ) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
১২. কোনটি রোকেয়ার রচিত গ্রন্থ?  
ক) সুলতানার স্বপ্ন খ) বিদ্যাসুন্দর  
গ) মরু ভাস্কর ঘ) যুগবাণী
১৩. কত সালে রোকেয়ার জীবনাবসান ঘটে?  
ক) ১৯৩০ খ) ১৯৩১ গ) ১৯৩২ ঘ) ১৯৩৩
১৪. রোকেয়ার স্বামী পেশায় কী ছিলেন?  
ক) আইনজীবী খ) অধ্যাপক  
গ) ডেপুটি কালেক্টর ঘ) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট
১৫. কার অনুপ্রেরণায় রোকেয়ার জ্ঞানার্জনের পথ অধিক সুগম হয়?  
ক) তাইয়ের খ) বোনের গ) স্বামীর ঘ) পিতার
১৬. কত বছর বয়সে রোকেয়ার বিয়ে হয়?  
ক) ১৪ খ) ১৬ গ) ১৮ ঘ) ২০
১৭. রোকেয়া কোন পথ থেকে কখনই সরে আসেননি?  
ক) নারী শিক্ষার লক্ষ্য থেকে খ) পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধ থেকে  
গ) নারী জাগরণের পথ থেকে ঘ) সামাজিক কুসংস্কার থেকে
১৮. ‘সুলতানার স্বপ্ন’ কী ধরনের রচনা?  
ক) উপন্যাস খ) নাটক গ) কাব্যগ্রন্থ ঘ) কাব্যনাটক
১৯. ‘অবরোধবাসিনী’ গ্রন্থটি কে লিখেছেন?  
ক) সেলিনা হোসেন খ) সুফিয়া কামাল  
গ) জাহানারা ইমাম ঘ) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

### খ মূল পাঠ : (বোর্ড বই থেকে)

২০. ‘বৌ-এর পৈছা বিকায় তবু’-‘পৈছা’ কী?  
ক) প্রাচীন অলঙ্কার খ) মণিবন্ধনের অলঙ্কার  
গ) পায়ের অলঙ্কার ঘ) নাকের অলঙ্কার
২১. ‘কেবল কলিকাতাটুকু আমাদের’ কী নহে?  
ক) দেশ খ) বাংলা গ) গুরুত্বপূর্ণ ঘ) ভারতবর্ষ

২২. 'ধান্য তার বসুন্ধরা যার'—কে বলেছেন?  
 ক কাজী নজরুল ইসলাম খ ঈশ্বরচন্দ্র  
 গ রবীন্দ্রনাথ ঘ প্যারিটান
২৩. তাৎপর্যপূর্ণ গদ্যগ্রন্থ 'মতিচূর' রচনা করেছেন কে?  
 ক সুফিয়া কামাল খ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
 গ রামমোহন রায় ঘ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
২৪. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধটি দারিদ্র্যপিড়িত কৃষকদের—  
 ক মুক্তির ইশতেহার খ বঞ্চনার দলিল  
 গ বাস্তবতার প্রতীক ঘ শোষণের উৎস
২৫. গ্রামীণ কুটিরশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন—  
 ক তাঁতিরা খ শূভাকাজক্ষী মানুষ  
 গ লেখিকা ঘ দেশবন্ধুর দল
২৬. পালতা ভাতে লবণ জোটে না কাদের?  
 ক কৃষকদের খ নারীদের  
 গ অভিজাতদের ঘ শহুরেদের
২৭. যান্ত্রিক জিনিসপত্র কাদের জীবন সচ্ছল করে তুলেছে?  
 ক গ্রামের মানুষের খ বস্তির মানুষের  
 গ পাহাড়ি মানুষের ঘ শহুরে মানুষের
২৮. কেমন নারীসমাজের মুক্তি ও সমৃদ্ধি রোকেয়ার লক্ষ ছিল?  
 ক অবুঝ খ অসুখী গ পচাৎপদ ঘ নিরাপদ
২৯. এদেশের মানুষের জীবনযাপনের প্রধান বৃত্তি—  
 ক ভিক্ষাবৃত্তি খ কুটির শিল্প গ দাসীবৃত্তি ঘ কৃষি
৩০. পল্লিগ্রামে সুশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হলে—  
 ক সচেতনতা বাড়বে খ চালাক হবে  
 গ টাউন্টের সংখ্যা বাড়বে ঘ বিড়ম্বনা বাড়বে
৩১. চাষার দুস্কু দূর করতে নেতৃবৃন্দের আশু করণীয়—  
 ক ফসলের মূল্য বৃদ্ধি খ বিশেষ চেষ্টা যত্ন  
 গ বেশি জমি বরাদ্দ ঘ অর্থ সহায়তা
৩২. 'জঠর-অনলে দহিতে' কারা এসেছে?  
 ক চাষা খ জমিদার গ কৃপণ ঘ ধনী ব্যক্তি
৩৩. তারা সমুদ্রজলে চাল ধুয়ে ভাত বেঁধে খেতো কেন?  
 ক সমুদ্র কাছে তাই খ জলের অভাবে  
 গ এ জল পবিত্র ঘ লবণের অভাবে
৩৪. সেইজন্য কোন দিকটা আগে দেখাইলাম?  
 ক ভালো দিকটা খ সমস্যার দিকটা  
 গ মন্দের দিকটা ঘ সভ্যতার দিকটা
৩৫. ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরে কারা?  
 ক কৃষকেরা খ কুমোরেরা গ কামারেরা ঘ তাঁতিরা
৩৬. কত বছর পূর্বে ভারতবাসী অসভ্য-বর্বর ছিল বলে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত শুনছিলেন?  
 ক একশ' খ দেড়শ' গ দুইশ' ঘ আড়াইশ'
৩৭. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে নিচের কোন শহরের কথা উল্লেখ আছে?  
 ক দিলি- খ ত্রিপুরা গ কলকাতা ঘ মেঘালয়
৩৮. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে সমাজের মেরুদণ্ড বলে কাদের আখ্যা দেয়া হয়েছে?  
 ক চাষীদের খ শ্রমিকদের গ শিক্ষকদের ঘ তরুণদের

৩৯. জুট মিলের কর্মচারীরা কত টাকা বেতন পায় বলে 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে উল্লেখ আছে?  
 ক ৫০০-৭০০ টাকা খ ৬০০-৭০০ টাকা  
 গ ৭০০-৮০০ টাকা ঘ ৮০০-৯০০ টাকা
৪০. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে কাদের পাছায় ত্যানা জোটে না বলে আক্ষেপ করা হয়েছে?  
 ক জুটমিল শ্রমিকদের খ পাট উৎপাদক কৃষকদের  
 গ পোশাক শ্রমিকদের ঘ সুদখোর মহাজনদের
৪১. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে 'ধান্য তার বসুন্ধরা যার'—উক্তিটি কার?  
 ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খ কাজী নজরুল ইসলামের  
 গ জীবনানন্দ দাশের ঘ বৃন্দদেব বসুর
৪২. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে কোন মহাদেশের উল্লেখ আছে?  
 ক এশিয়া খ আফ্রিকা গ আমেরিকা ঘ ইউরোপ
৪৩. ইউরোপের মহাযুদ্ধ কত বছর আগের ঘটনা বলে 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে?  
 ক সাত বছর খ আট বছর গ নয় বছর ঘ দশ বছর
৪৪. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে কত বছর পূর্বে চাষার অবস্থা খুব ভালো ছিল না বলে লেখিকা উল্লেখ করেছেন?  
 ক ৩০ বছর খ ৪০ বছর গ ৫০ বছর ঘ ৬০ বছর
৪৫. পঞ্চাশ বছর পূর্বে টাকায় কত সের সরিয়ার তেল পাওয়া যেত বলে 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে উল্লেখ আছে?  
 ক ৭ সের খ ৮ সের গ ৯ সের ঘ ১০ সের
৪৬. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে লেখিকার সময় হতে পঞ্চাশ বছর পূর্বে টাকায় কত সের ঘৃত পাওয়া যেত?  
 ক ৪ সের খ ৫ সের গ ৬ সের ঘ ৭ সের
৪৭. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে কৃষক কন্যার নাম কী ছিল?  
 ক ছমিরন খ আমিরন গ জমিরন ঘ করিমন
৪৮. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে কৃষক কন্যার মাথায় তেল দিতে তার মা তাকে কোথায় নিয়ে যেত?  
 ক কবিরাজ বাড়ি খ রাজবাড়ী  
 গ চৌধুরী বাড়ি ঘ সর্দার বাড়ি
৪৯. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে লেখিকার সময় হতে কত বছর পূর্বে খাদ্যের বিনিময়ে কৃষক পত্নী-কন্যা বিক্রি করত?  
 ক ২৫/৩০ বছর খ ৩০/৩৫ বছর  
 গ ৩৫/৪০ বছর ঘ ৪০/৪৫ বছর
৫০. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে কোন অঞ্চলের কৃষক খাদ্যের জন্য তার পত্নী-কন্যা বিক্রি করত?  
 ক বিহার খ আসাম গ ত্রিপুরা ঘ মণিপুর
৫১. কীসের বিনিময়ে কৃষক তার পত্নী-কন্যা বিক্রি করত?  
 ক মশুরির ডালের খ মুগ ডালের  
 গ খেসারির ডালের ঘ ছোলার ডালের
৫২. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে কত সের খেসারির বিনিময়ে কৃষক তার পত্নী-কন্যা বিক্রি করত?  
 ক দুই সের খ তিন সের গ চার সের ঘ পাঁচ সের
৫৩. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে নিচের কোন রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়?  
 ক কণিকা খ মিথিলা গ দেবকোট ঘ চন্ডিকা
৫৪. 'কণিকা রাজ্য' কোথায় অবস্থিত?

- ক আসামে খ ত্রিপুরায় গ উড়িষ্যায় ঘ কলকাতায়
৫৫. পখাল ভাতের সাথে উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন কী ছিল?
- ক সমুদ্রের মাছ খ পুকুরের মাছ  
গ খেসারির ডাল ঘ শূটকি মাছ
৫৬. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে ব্যঞ্জন শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
- ক তরকারি খ বর্ণমালা গ ভাত ঘ লবণ
৫৭. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে কণিকা রাজ্যে টাকায় কত সের চাল পাওয়া যেত?
- ক ২৫/৩০ সের খ ২৫/২৬ সের  
গ ২০/২৫ সের ঘ ২৪/২৫ সের
৫৮. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে সমুদ্র তীরবর্তী কোন গ্রামের কথা উল্লেখ আছে?
- ক আট ভায়া খ নয় ভায়া গ সাত ভায়া ঘ দশ ভায়া
৫৯. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে কোন জেলার লোকেরা সবচেয়ে বেশি গরিব বলে উল্লেখ করা হয়েছে?
- ক বগুড়া খ ঠাকুরগাঁও গ নীলফামারি ঘ রংপুর
৬০. ভাতের অভাবে রংপুরের লোকেরা এক সময় কী সিদ্ধি করে খেত?
- ক আলু, কুমড়া খ লাউ, কুমড়া  
গ আলু, কচু ঘ গম, ভুট্টা
৬১. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে রংপুরের স্ত্রীদের পরিধেয় বস্ত্রের দৈর্ঘ্য কত ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে?
- ক ৭/৮ হাত খ ৮/৯ হাত গ ৯/১০ হাত ঘ ১১/১২ হাত
৬২. রংপুরের কৃষকদের পরিধেয় বস্ত্রের নাম কী ছিল?
- ক গামছা খ লুজি গ কোপিন ঘ নেখটি
৬৩. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে শীতকালে গরিব কৃষকরা দিবাভাগে কীভাবে দিন কাটানোর কথা বলেছেন?
- ক চাঁদর গায়ে দিয়ে খ আগুনের সেক দিয়ে  
গ রৌদ্রে যাপন করে ঘ কম্বল গায়ে দিয়ে
৬৪. 'মরাই ভরা ধান' গোয়াল ভরা গুরু' লেখিকার সময় হতে অন্তত কত বছর আগের কথা?
- ক একশ বছর খ দুইশ বছর গ তিনশ বছর ঘ চারশ বছর
৬৫. অসাময় ভাষায় 'এন্ডি' বলতে নিচের কোনটিকে বোঝায়?
- ক রেশমি সুতা খ পশমি সুতা  
গ মিহি সুতা ঘ রঙিন সুতা
৬৬. 'এন্ডি' কাপড় কত বছর স্থায়ী হতো?
- ক ৩০ খ ৩৫ গ ৪০ ঘ ৪৫
৬৭. পূর্বে রমণীগণ কী দিয়ে কাপড় কাচত?
- ক পাউডার দিয়ে খ সোডা দিয়ে  
গ ডিটারজেন্ট দিয়ে ঘ ক্ষার দিয়ে
৬৮. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে ট্রামে আসতে-যেতে কত পয়সা খরচ হতো বলে উল্লেখ আছে?
- ক আট পয়সা খ দশ পয়সা  
গ বারো পয়সা ঘ দশ টাকা
৬৯. আধুনিক সভ্যতায় বিলাসিতার সঙ্গে কী যোগ হয়েছে বলে লেখিকা মনে করেন?
- ক ভদ্রতা খ সৌজন্যবোধ  
গ অনুকরণপ্রিয়তা ঘ ফ্যাশন
৭০. ইউরোপে 'এন্ডি' কাপড় কী নামে পরিচিতি লাভ করে?
- ক রংপুর সিল্ক খ আসাম সিল্ক  
গ ঢাকা সিল্ক ঘ কলকাতা সিল্ক

৭১. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে কোন মহাদেশীয় গভর্নরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে?
- ক এশীয়দের খ আমেরিকানদের  
গ আফ্রিকানদের ঘ ইউরোপীয়দের
৭২. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে কোন গভর্নরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে?
- ক লর্ড কারমাইকেল-এর খ লর্ড মিল্টু-এর  
গ লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘ লর্ড রিপন-এর
৭৩. লর্ড কারমাইকেল কোন কাপড়ের জন্মস্থান খুঁজে বের করলেন?
- ক মসলিন কাপড়ের খ জামদানি শাড়ির  
গ রেশমি রুমাল ঘ লুজির
৭৪. 'ট্রামওয়ে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
- ক ট্রেন চলাচলের রাস্তা খ বাস চলাচলের রাস্তা  
গ ট্রাম চলাচলের রাস্তা ঘ নৌকা চলাচলের রাস্তা
৭৫. লর্ড কারমাইকেল আবিষ্কৃত রুমালের জন্মস্থান কোথায়?
- ক ত্রিপুরায় খ মুর্শিদাবাদে  
গ হায়দারাবাদে ঘ কলকাতায়
৭৬. দেশবন্দুরা কোন শিল্প রক্ষার প্রতি নজর দিয়েছেন বলে 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে উল্লেখ আছে?
- ক গার্মেন্টস শিল্প খ কুটিরশিল্প  
গ বেতশিল্প ঘ কারুশিল্প
৭৭. অতীতে পল্লি-রমণীরা বেড়াতে গেলে তাদের হাতে কী থাকত?
- ক টেকো খ সিকা গ কাঁথা ঘ সুই
৭৮. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে 'ইঞ্জাজ বাচ্চা' বলে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে?
- ক লর্ড উইলিয়ামকে খ জর্জ ওয়াশিংটনকে  
গ এ্যাঞ্জোলাখকেনকে ঘ লর্ড কারমাইকেলকে
৭৯. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে কোন অঞ্চলকে ধান ও পাটের জন্য বিখ্যাত বলা হয়েছে?
- ক কুমিল্লা- খ রংপুর গ ঢাকা ঘ ফেনী
৮০. চরকায় সুতা কাটত কারা?
- ক কৃষকরা খ শ্রমিকরা গ কৃষাণিরা ঘ রমণীরা
৮১. কোন অঞ্চল রেশমের জন্য বিখ্যাত ছিল?
- ক আসাম, রংপুর খ ফেনী, নওগাঁ  
গ কুমিল্লা, ভোলা ঘ সিলেট, ফেনী
৮২. 'এন্ডি' 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে লেখিকার সময়ে সুতাকে নিচের কোনটির সমান বলা হয়েছে?
- ক রাবারের খ ফ্লানেলের গ টানেল ঘ পশমির
৮৩. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে লেখিকার সময়ে কৃষকেরা শীত নিবারণ করতে মাঝ রাতে কী করতো?
- ক পাঠখড়ি জ্বালাত খ কম্বল গায়ে দিত  
গ কাঁথা গায়ে দিত ঘ ঘরে থাকত
৮৪. কোন যুগ্মের সাথে চাষার দারিদ্র্যের সম্পর্ক অল্প ছিল?
- ক বিশ্বযুদ্ধের খ ইরাক যুদ্ধের  
গ কারাগিল যুদ্ধের ঘ ইউরোপের মহাযুদ্ধের
৮৫. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে ধান ভানিবার জন্য নিচের কোনটির কথা বলা হয়েছে?
- ক তারানির খ নারানীর গ দোয়ারীর ঘ চাকরানীর

৮৬. লেখিকার সময় হতে দেড়শ বছর পূর্বে ভারতবাসী অসভ্য-বর্বর ছিল কেন?
- ক আধুনিক শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তি থেকে দূরে ছিল বলে  
 খ আধুনিক সভ্যতাকে অবজ্ঞা করেছিল বলে  
 গ স্ব-স্ব ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেয় নি বলে  
 ঘ তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার শেখেনি বলে
৮৭. আমাদের দেশের চাষকে সমাজের মেবুদুৎ বলার কারণ কী?
- ক আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ কৃষক বলে  
 খ আমাদের দেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর বলে  
 গ আমাদের দেশের চাষীরা সমাজের নেতৃত্ব দেন বলে  
 ঘ আমাদের দেশের চাষীরা সমাজে বসবাস করে বলে
৮৮. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধের লেখিকার সময়ে জুট মিলের কর্মচারীরা নবাবি হালে চলত কেন?
- ক তাদের পূর্বপুরুষরা নবাবি হালে চলত বলে  
 খ তারা চাকুরি করত বলে  
 গ তারা ৫০০-৭০০ টাকা বেতন পেত বলে  
 ঘ জুটমিলের কর্মচারীদের খরচ কম ছিল বলে
৮৯. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধের লেখিকার সময়ে টাকায ৮ সের সরিষার তেল হলেও কৃষকেরা তা কিনতে পারত না। কেন?
- ক সরিষার তেল দরকার ছিল না বলে  
 খ সরিষার ফলন বেশি হতো না বলে  
 গ সরিষার তেল সাহেবরা কিনে নিত বলে  
 ঘ সরিষার তেল কেনার টাকা ছিল না বলে
৯০. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধের লেখিকার সময়ে জমিরনের মাথায় তেল দিতে রাজবাড়ী যেতে হতো কেন?
- ক জমিরন রাজবাড়ির মেয়ে ছিল বলে  
 খ রাজবাড়িতে তেল বিনামূল্যে পাওয়া যেত বলে  
 গ জমিরনের তেল কেনার টাকা ছিল না বলে  
 ঘ জমিরন সখ করে রাজবাড়িতে যেতেন
৯১. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধের লেখিকার সময়ে কৃষক খেসারির বিনিময়ে স্ত্রী-কন্যা বিক্রি করত কেন?
- ক স্ত্রী-কন্যার ভরণ-পোষণের ব্যয় বেশি ছিল বলে  
 খ স্ত্রী-কন্যার মূল্য কম ছিল বলে।  
 গ কৃষকের অতি দারিদ্র্যের কারণে  
 ঘ বিনিময় প্রথা সে সময়ের নিয়ম ছিল বলে
৯২. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধের লেখিকার সময়ে কৃষকেরা পখাল ভাতের সাথে লবণ দিয়ে খেত কেন?
- ক পখাল ভাতের সাথে লবণ খুব সুস্বাদু বলে  
 খ পখাল ভাত লবণ ছাড়া খাওয়া যায় না তাই  
 গ পখাল ভাতের সাথে লবণ বেশি লাগে তাই  
 ঘ পখাল ভাতের সাথে তরকারি পেত না বলে
৯৩. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধের লেখিকার সময়ে পখাল ভাতের সাথে শূটকি মাছ খাওয়ার কারণ কী ছিল?
- ক অন্য মাছ কেনার সামর্থ্য ছিল না তাই  
 খ শূটকি মাছ কিনতে টাকা লাগত না তাই  
 গ পখাল ভাতের সঙ্গে শূটকি মাছ সুস্বাদু লাগত তাই  
 ঘ শূটকি মাছ খাওয়া সেকালের রীতি ছিল তাই
৯৪. রংপুর এলাকার লোকেরা লাউ-কুমড়া সিদ্ধ করে খেত কেন?
- ক লাউ-কুমড়া সুস্বাদু বলে  
 খ চাল কেনার অর্থ ছিল না বলে  
 গ লাউ-কুমড়া তাদের উৎপাদিত খাবার ছিল বলে  
 ঘ লাউ-কুমড়া বেশি পুষ্টিকর বলে
৯৫. রংপুরের নারীরা ৮/৯ হাত কাপড় পরত কেন?
- ক নারীদের জন্য এটি নির্ধারিত ছিল বলে  
 খ তারা ছোট কাপড় পরতে পারত না বলে  
 গ কৃষকরা বহু কষ্টে এ কাপড় কিনে দিত বলে  
 ঘ বড় কাপড় পরা শরিয়তের বিধান বলে
৯৬. একসময় কৃষক-রমণীরা চরকায় সকলের জন্য বস্ত্র তৈরি করলেও এখন করে না কেন?
- ক এখন বস্ত্রের অভাব নেই বলে  
 খ চরকায় সুতা কাটা কঠিন হয়ে পড়েছে বলে  
 গ উন্নতমানের রঙিন মিহি কাপড় বের হওয়ায়  
 ঘ সহজে চরকা পাওয়া যায় না বলে
৯৭. 'এন্ডি কাপড়' তৈরিতে এ দেশীয় রমণীদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল কেন?
- ক এন্ডি কাপড় তৈরিতে তারা দক্ষ ছিল তাই  
 খ এন্ডি কাপড় অন্যরা তৈরি করতে পছন্দ করত না বলে  
 গ এন্ডি কাপড় বোনা কঠিন ছিল বলে  
 ঘ এন্ডি কাপড় তৈরিতে কারখানা লাগত না বলে
৯৮. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধের লেখিকার সময়ে রমণীরা বেড়াতে যেতে টেকো হাতে নিত কেন?
- ক টেকো হাতে নেয়া বেড়ানোর নীতি ছিল তাই  
 খ টেকো হাতে নেয়া অভিজাত্যের প্রতীক ছিল বলে  
 গ টেকো নিয়ে এন্ডি সুতা কাটত  
 ঘ টেকো খুব প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল তাই
৯৯. চাষার বৌ-বীরা যাতায়াতের জন্য সাওয়ারী চায় কেন?
- ক বিলাসিতা পছন্দ করে বলে  
 খ হাঁটতে পারে না বলে  
 গ সাওয়ারী খুব সস্তা ছিল বলে  
 ঘ হাঁটা-চলার উপযোগী পথ ছিল না বলে
১০০. কৃষক-রমণীর 'এন্ডি কাপড়' পরত কেন?
- ক এন্ডি কাপড় দামি ছিল বলে  
 খ এন্ডি কাপড় রঙিন ছিল বলে  
 গ এন্ডি কাপড় তারা তৈরি করত বলে  
 ঘ এন্ডি কাপড় আরামদায়ক ও দীর্ঘস্থায়ী বলে
১০১. 'আসাম সিদ্ধ' কী?
- ক আসামে তৈরি জিনিসপত্র  
 খ অসমীয়েদের খাবার  
 গ এন্ডি সুতার বিদেশি নাম  
 ঘ আসামের রাস্তার নাম
১০২. সভ্যতার বিস্তারে দেশি শিল্পের বিলোপ হয়েছে কেন?
- ক দেশি শিল্প দীর্ঘস্থায়ী নয় বলে  
 খ কলকারখানায় দেশীয় পণ্য উৎপাদিত হয় বলে  
 গ সভ্যতা শিল্পের পরিপূরক নয় বলে  
 ঘ দেশীয় শিল্পের উৎপাদন খরচ বেশি বলে
১০৩. চাষার দারিদ্র্য ঘোচানোর উপায় কী?
- ক ঘরে ঘরে টেকো, চরকা, গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপন



- ৩ ঘরে ঘরে লাঙল, জোয়াল ও হালের বলদ থাকা  
 ৬ কৃষকদের উৎপাদন বিষয়ক উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেয়া  
 ৮ কৃষকের ঘরে ঘরে উৎপাদিত ধান-চাল পৌছে দেয়া
১০৪. রসুলপুর গ্রামের অনেকেই সেনাবাহিনীতে চাকরি করেন। বাড়িতে আসলে তাদের নবাবি চাল-চলনে সবাই ঈর্ষান্বিত হয়। তাদের সাথে 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে কাদের মিল দেখা যায়?  
 ক ধনী কৃষকদের খ গৃহিণীদের  
 গ শ্রমিকদের ঘ জুট মিল কর্মচারীদের
১০৫. ভিক্ষুক বলল, আমি ভিক্ষা করে খাই। নতুন জামা পাব কই? পুরনো জামাই তো জোটে না! ভিক্ষকের কথায় 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে কাদের চিত্র ফুটে উঠেছে?  
 ক শ্রমিকদের খ চাষাদের  
 গ গৃহিণীদের ঘ সমাজের লোকদের
১০৬. সানিয়ার মাথার চুল লম্বা। তাতে অনেকখানি তেল লাগে। কিন্তু গরিব বলে তার পিতা তেল কিনে দিতে পারে না। 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধের কার সাথে সানিয়ার সাদৃশ্য রয়েছে?  
 ক আমিরনের খ করিমনের গ জমিরনের ঘ ছমিরনের
১০৭. রহমত মিয়া গরিব কৃষক। ঋণের টাকা পরিশোধ করতে সে মেয়েকে বৃন্দ মহব্বত আলীর সাথে বিয়ে দিয়ে কিছু টাকা নিয়েছে। তাতে তার ঋণের বোঝা শেষ হয়েছে। রহমত মিয়ার মতো 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধের কোন অঞ্চলের কৃষকরা খেসারির বিনিময়ে স্ত্রী-কন্যা বিক্রি করত?  
 ক বিহার খ আসাম গ ত্রিপুরা ঘ কুমিল-
১০৮. গরিব কৃষক চন্দ্রনাথ সিং। সকাল সকাল পখাল ভাত খেয়ে মাঠে যায় হাল চাষ করতে। এখানে চন্দ্রনাথ সিং 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধের কাদের প্রতিনিধিত্ব করছে?  
 ক রাজা-জমিদারদের খ জুটমিল শ্রমিকদের  
 গ গরিব চাষাদের ঘ বিত্তবানদের
১০৯. সাতগাঁও গ্রামের লোকেরা এতোটাই দরিদ্র যে কালে-ভদ্রে তারা তরকারি খেতে পায়। অধিকাংশ সময় তারা লবণ দিয়ে ভাত খায়। এখানে সাতগাঁও গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধের কাদের মিল আছে?  
 ক সাতভায়া নামক সমুদ্র তীরবর্তী গ্রামের লোকদের  
 খ সমুদ্র তীরবর্তী গোবিন্দপুর গ্রামের লোকদের  
 গ পাঁচ-ভায়া নামক গ্রামের লোকদের  
 ঘ চার-ভায়া নামক নদী তীরবর্তী গ্রামের লোকদের
১১০. মজার সময় অল্প দামে চাল পাওয়া গেলেও কুড়িগ্রামের আবু মিয়ার মেয়েটি না খেয়ে মারা যায়। এখানে কুড়িগ্রামের সাথে 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধের কোন জেলার সাদৃশ্য পাওয়া যায়?  
 ক নওগাঁ জেলার খ ঠাকুরগাঁও জেলার  
 গ রংপুর জেলার ঘ নেত্রকোনা জেলার
১১১. সুশিক্ষিতা নাবিলা মির্জা আধুনিক মেয়ে। পোশাকে এবং কথা-বার্তায় সভ্য। তার ব্যবহার্য সবকিছু বিদেশ থেকে আমদানিকৃত। এখানে নাবিলার মাধ্যমে সভ্যতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?  
 ক অনুকরণপ্রিয়তার দিকটি খ বিলাসিতার দিকটি  
 গ বড়লোকী ভাব ঘ নবাবি ভাব

১১২. ইমন সাহেব এলাকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি বিলেতে থাকা অবস্থায় বিলেতি সভ্যতায় অভ্যস্ত ছিলেন। তাকে দেখে দেশে অনেকেই বিলেতি ভাব ধরতে চায়। এখানে সভ্যতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?  
 ক সংস্কৃতিপ্রীতি খ আধুনিকতা  
 গ মোসাহেবী ঘ অনুকরণপ্রবণতা
১১৩. প্রত্নতাত্ত্বিক রহমত মোল্লা একটি মূর্তি আবিষ্কার করলেন। তিনি সেটিকে মৌর্য যুগের কীর্তি বলে চিহ্নিত করলেন। রহমত মোল্লার সাথে 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধের কার মিল আছে?  
 ক জমিরনের খ আমিরনের  
 গ জুট মিল কর্মচারীর ঘ লর্ড কারমাইকেলের
১১৪. 'এখন আমাদের সভ্যতা ও ঐশ্বর্য রাখিবার স্থান নেই।'—এখানে ঐশ্বর্য কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?  
 ক ধন-সম্পদের প্রাচুর্য খ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য  
 গ যোগাযোগের উন্নতি ঘ আত্মীয়তার বন্ধন
১১৫. 'সভ্যতার কড়াকড়ি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?  
 ক বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া খ সভ্য মানুষের বৃন্দ্বি  
 গ ধর্মীয় অবক্ষয় ঘ অর্থনৈতিক বৃন্দ্বি
১১৬. 'লবণ সস্তা হলেও লবণ জুটত না'—এটা কীসের ইঙ্গিত?  
 ক চরম দারিদ্র্য ও অর্থভাবের খ লবণ উৎপাদন কম হওয়ার  
 গ লবণের অপব্যবহার ঘ লবণ ছাড়া ভাত খাওয়ার
১১৭. সুতা পাকবার যন্ত্রের নাম কী?  
 ক টেকুয়া খ টোকো গ কাটুয়া ঘ কোটা
১১৮. মোটা রেশমি কাপড়কে কী বলা হয়?  
 ক ক্যানভাস খ এন্ডি গ জামদানি ঘ মসলিন
১১৯. বেলায়ারের চুড়ি সম্পর্কে নিচের কোন কথাটি সঠিক?  
 ক উৎকৃষ্ট স্বচ্ছ কাচে প্রস্তুত খ উৎকৃষ্ট মোটা কাচে প্রস্তুত  
 গ উৎকৃষ্ট হাতির দাঁত দিয়ে প্রস্তুত ঘ উৎকৃষ্ট বেত দিয়ে প্রস্তুত
১২০. স্ত্রীলোকদের মণিবন্ধনের প্রাচীন অলংকারকে কী বলে?  
 ক দানা খ পৈছা গ টেকো ঘ কোপিন
১২১. 'সমগ্র ভারতের বিষয় ছাড়িয়া কেবল বঙ্গদেশের আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে'—কথাটার রহস্য হলো—  
 ক চাষার দারিদ্র্যের ভাবে বঙ্গদেশে পর্যুদস্ত  
 খ ইউরোপের মহাযুদ্ধ বঙ্গদেশকে হারবার করে দিয়েছে  
 গ সভ্যতার প্রভাবে বঙ্গাচাষার অবস্থা শোচনীয় ও করুণ  
 ঘ বঙ্গদেশের চাষার দুস্কুই দৃষ্টান্ত হিসেবে অদ্বিতীয়
১২২. সমুদ্র জলের সাথে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক হলো—  
 ক আবর্জনার খ বালির গ লবণের ঘ মাছ
১২৩. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?  
 ক রোকেয়া রচনাবলি খ রোকেয়া পত্রাবলি  
 গ প্রবন্ধ সংগ্রহ ঘ শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ
১২৪. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে কোনটি ফুটে উঠেছে?  
 ক চাষার সমৃদ্ধি খ চাষাদের দুর্দশা  
 গ চাষাদের সুখ-দুস্কু ঘ চাষাদের সচ্ছলতা

### গ শব্দার্থ ও টীকা : (বোর্ড বই থেকে)

১২৫. 'পখাল ভাত' শব্দের অর্থ কী?

- ক গরম ভাত খ পান্তা ভাত

- গ) চুলোর ভাত ঘ) রাতের খাবার
১২৬. ‘মহী’ এর প্রতিশব্দ হলো—  
ক) পৃথিবী গ) আকাশ গ) পর্বত ঘ) চাঁদ
১২৭. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে ‘ছেইলা’ শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?  
ক) ছেলে অর্থে খ) সন্তানসন্ততি অর্থে  
গ) মসলা কাটা অর্থে ঘ) সমাজের দুর্দশা অর্থে
১২৮. ‘অত্র’-এর সমার্থক শব্দ হলো—  
ক) বাতাস ক) আকাশ গ) শূন্য ঘ) মেঘ
১২৯. ‘ছেইলা’ শব্দটি ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?  
ক) পরিবার গ) মেয়ে গ) সমাজ ঘ) সন্তানসন্ততি
১৩০. ‘বায়স্কোপ’ শব্দের অর্থ কী?  
ক) চলচ্চিত্র গ) নাটক গ) যাত্রাপালা ঘ) অলৌকিকতা
১৩১. পাট উৎপাদনকারী কৃষকদের সাথে ‘মানবেতর’ শব্দটির সম্পর্ক—  
ক) ঘনিষ্ঠ গ) কষ্টকর গ) নিন্দনীয় ঘ) হতাশাব্যঞ্জক
১৩২. ‘ধান ভানতে শিবের গীত’ বলতে বোঝানো হয়েছে—  
ক) এক কথা বলতে গিয়ে অন্য কথার অবতারণা  
খ) এক কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা  
গ) ধান ভানা আর শিবের গীত এক নয়  
ঘ) এক কথার পরিবর্তে অন্য কথার সূচনা
১৩৩. ‘কৌপীন’ কীসের সাথে তুলনীয়?  
ক) পাঞ্জাবি গ) হেঁড়া কাপড় গ) ল্যাজাট ঘ) লুজি
১৩৪. ‘কৌপীন’ শব্দের অর্থ কী?  
ক) রেশমি কাপড় খ) চীরবসন  
গ) সুতা ঘ) যন্ত্র
১৩৫. টেকো কী?  
ক) সুতা পাকাবার যন্ত্র গ) মোটা রেশমি কাপড়  
গ) স্বচ্ছ কাচে প্রস্তুত ছুড়ি ঘ) ল্যাজাট

### ঘ) পাঠ পরিচিতি : (বোর্ড বই থেকে)

১৩৬. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের রচয়িতা কে?  
ক) বেগম রোকেয়া গ) কাজী নজরুল ইসলাম  
গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ) অমীয় চক্রবর্তী
১৩৭. ‘চাষার দুস্কু’ কোন ধরনের রচনা?  
ক) উপন্যাস গ) ছোটগল্প গ) প্রবন্ধ ঘ) কাব্য
১৩৮. বেগম রোকেয়ার লেখালেখির জগৎ উৎসর্গীকৃত হয়েছে কীসের জন্য?  
ক) নারীমুক্তির জন্য গ) সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য  
গ) কৃষকের মুক্তির জন্য ঘ) শোষিতদের মুক্তির জন্য
১৩৯. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কাদের দুঃখ-দুর্দশা বর্ণনা করেছেন?  
ক) নারীদের খ) চাষিদের গ) শোষিতদের ঘ) জেলেদের
১৪০. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে কোনটি ফুটে উঠেছে?  
ক) চাষার সমৃদ্ধি খ) চাষাদের দুর্দশা  
গ) চাষাদের সুখ-দুস্কু ঘ) চাষাদের সচ্ছলতা
১৪১. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?

- ক) রোকেয়া রচনাবলি গ) রোকেয়া পত্রাবলি  
গ) প্রবন্ধ সংগ্রহ ঘ) শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ
১৪২. ইউরোপের মহাযুদ্ধ কত বছর আগের ঘটনা বলে ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে?  
ক) সাত বছর গ) আট বছর গ) নয় বছর ঘ) দশ বছর
১৪৩. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে কৃষক কন্যার নাম কী ছিল?  
ক) হমিরন গ) আমিরন গ) জমিরন ঘ) করিমন
১৪৪. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে কৃষক কন্যার মাথায় তেল দিতে তার মা তাকে কোথায় নিয়ে যেত?  
ক) কবিরাজ বাড়ি খ) রাজবাড়ী  
গ) চৌধুরী বাড়ি ঘ) সর্দার বাড়ি
১৪৫. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে লেখিকার সময় হতে কত বছর পূর্বে খাদ্যের বিনিময়ে কৃষক পত্নী-কন্যা বিক্রি করত?  
ক) ২৫/৩০ বছর খ) ৩০/৩৫ বছর  
গ) ৩৫/৪০ বছর ঘ) ৪০/৪৫ বছর
১৪৬. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে কোন অঞ্চলের কৃষক খাদ্যের জন্য তার পত্নী-কন্যা বিক্রি করত?  
ক) বিহার খ) আসাম গ) ত্রিপুরা ঘ) মণিপুর
১৪৭. কীসের বিনিময়ে কৃষক তার পত্নী-কন্যা বিক্রি করত?  
ক) মশুরির ডালের গ) মুগ ডালের  
গ) খেসারির ডালের ঘ) ছোলার ডালের
১৪৮. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে কত সের খেসারির বিনিময়ে কৃষক তার পত্নী-কন্যা বিক্রি করত?  
ক) দুই সের গ) তিন সের গ) চার সের ঘ) পাঁচ সের

### ঙ) বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর :

১৪৯. রোকেয়ার পিতা ছিলেন—  
i. বহুভাষার সুপণ্ডিত  
ii. মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে রক্ষণশীল  
iii. ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে সচেতন  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
১৫০. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের গদ্য রচনার বৈশিষ্ট্য—  
i. হৃদয়গ্রাহী ii. পাণ্ডিত্যপূর্ণ iii. মননশীল  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
১৫১. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের মূল উপজীব্য হলো—  
i. গ্রামীণ কৃষকের দুরবস্থা  
ii. কৃষকের দুরবস্থা বৃদ্ধির কারণ iii. দার্শনিক আলোচনা  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
১৫২. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে ‘সত্যতার নিদর্শন’ বলতে বোঝানো হয়েছে—  
i. অত্রভেদী পাঁচতলা বাড়ি ii. ধনাঢ্য ব্যক্তি  
iii. ইলেকট্রিক টেকনোলজি  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫৩. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে 'সমাজের মেরুদণ্ড দুর্বল' বলতে বোঝানো হয়েছে—  
 i. কৃষকের আর্থিক দৈন্যকে  
 ii. কৃষকের খাদ্যাভাব ও বস্ত্রাভাবকে  
 iii. কৃষক পরিবারের অশান্তিকে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৫৪. এক সময়ে রংপুরে এতোই অভাব ছিল যে—  
 i. কৃষকরা পখাল ভাত লবণ দিয়ে খেত  
 ii. শাক-শব্জি সিদ্ধ করে খেত  
 iii. প্রায়শই ভাত খেতে পেত না  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৫৫. 'এন্ডি' বলতে বোঝায়—  
 i. অসমীয়া সিল্ক ii. পশমি সূতা iii. রেশমি সূতা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৫৬. এদেশের মানুষের আর্থিক অবস্থা একটু ভালো হলেই—  
 i. বিলাসিতা শুরু করে ii. অনুকরণ-প্রবণতা বৃদ্ধি পায়  
 iii. অর্থ খরচের হার বাড়ে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৫৭. কৃষক কন্যা জমিরন মাথায় তেল দিতে রাজবাড়ী যেত, কারণ—  
 i. তার তেল বেশি লাগত  
 ii. তার তেল কেনার সামর্থ্য ছিল না  
 iii. রাজবাড়ীতে তেল কিনতে হতো না  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৫৮. আলোহর অবিচার—  
 i. চাষাবাদের ওপর ii. জুট উৎপাদক কৃষকদের ওপর  
 iii. জুটমিল কর্মচারীদের ওপর  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৫৯. খান ভানতে 'শিবের গীত' বলতে বোঝানো হয়েছে—  
 i. অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণাকে  
 ii. প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণাকে  
 iii. অপ্রয়োজনীয় দিক সম্পর্কে আলোচনাকে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৬০. 'কলিকাতাটুকু ভারতবর্ষ নহে' বলতে বোঝানো হয়েছে—  
 i. কলিকাতায় ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বসবাস  
 ii. কলিকাতার মতো ধনী শহর পুরো ভারতবর্ষে নেই  
 iii. কলিকাতায় শহুরে লোকদের অভাব তুলনামূলক কম  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬১. উত্তর অঞ্চলের লোকদের বড় অভাব। দুবেলা খেতে—পরতেই তাদের দহরম-মহরম অবস্থা। এদের সাথে 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধের—  
 i. রংপুর অঞ্চলের মিল রয়েছে  
 ii. আসাম অঞ্চলের মিল রয়েছে  
 iii. ত্রিপুরা অঞ্চলের মিল রয়েছে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৬২. সামর্থ্য নেই বলে কুসুম তেল কিনে মাথায় দিতে পারে না। তার সাথে 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধের মিল রয়েছে—  
 i. করিমনের ii. কৃষক-কন্যার iii. জমিরনের  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৬৩. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে হোসেন মিয়ার চাল-চলনে নবাবি ভাব প্রকাশ পায়। 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে হোসেন মিয়ার সাথে সাদৃশ্য আছে—  
 i. জুটমিল কর্মচারীদের ii. সভ্যতার গুণগ্রাহীদের  
 iii. শ্রমিকদের  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৬৪. চালের দাম সস্তা ছিল। তবু ফুল্লুরা পেটপুরে খেতে পেত না। ফুল্লুরাদের সাথে মিল রয়েছে—  
 i. সাত ভায়া নামক সমুদ্র তীরবর্তী গ্রামের লোকদের  
 ii. উড়িষ্যার কণিকা রাজ্যের লোকদের  
 iii. বিহার অঞ্চলের লোকদের  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৬৫. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে কৃষক—  
 i. শ্রম দিয়ে খাদ্যাভাব মেটায়  
 ii. নিজের রক্ত বিক্রি করে iii. পত্নী-কন্যাদের বিক্রি করে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৬৬. এক সময় রংপুর এলাকার লোকেরা খিদে মেটাতে—  
 i. ক্ষুদ রান্না করে খেত ii. লাউ সিদ্ধ করে খেত  
 iii. কুমড়া সিদ্ধ করে খেত  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৬৭. বঙ্গীয় কৃষকদের দরিদ্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে—  
 i. অতি মাত্রায় বিলাসিতায় ii. পাশ্চাত্যের অনুকরণ-প্রবণতায়  
 iii. আধুনিক সভ্যতার বিকাশে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৬৮. 'যে বলে 'নহে', সে ডাহা নিমকহারাম'—উক্তিটি দ্বারা প্রকাশ পায়—  
 i. সত্যকে অস্বীকার করার প্রবণতা  
 ii. কুপমণ্ডুকতা iii. সমাজ অসচেতনতা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৯. ‘কেউ কেউ পখাল ভাতের সহিত লবণও জুটাইতে পারিত না’—  
উক্তিটি দ্বারা প্রকাশ পায়—

i. চরম দরিদ্রতা ii. কৃষকদের অভাব—অনটন iii. লবণ দামি  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭০. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের লেখিকা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের  
বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে—

i. যুক্তিশীলতা ii. সাধারণ পাণ্ডিত্য  
iii. চিন্তার বিষয়ক অগ্রসরতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭১. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে—

i. চাষাদের দুর্দশার চিত্র ii. চাষাদের জীবনচারণ  
iii. চাষাদের হাসি—কান্না

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭২. লজ্জা নিবারণের জন্য পরিধেয় সামান্য বস্ত্রকে বলা যায়—

i. কোপীন ii. ল্যাজট iii. চীরবসন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

**চ** অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর :

■ অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৭৩ ও ১৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :  
রেহান ভিক্ষা করে খায় তবুও তার হাতে ঘড়ি, পকেটে  
মোবাইল ফোন থাকা চাই। সে যে আধুনিক ফকির।

১৭৩. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের কোন দিকটি রেহানের মাঝে ফুটে উঠেছে?

ক বিলাসিতার খ অনুকরণ—প্রবণতার  
গ প্রয়োজনবোধের ঘ কূপমণ্ডক মানসিকতার

১৭৪. রেহানের চাল—চলনের সাথে কাদের সাদৃশ্য আছে?

ক কৃষকদের খ জুটমিল কর্মচারীদের  
গ শ্রমিকদের ঘ গৃহিণীদের

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৭৫ ও ১৭৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

যদি শায়েস্তা খাঁর আমল ফিরে আসত তবে আমরা সুখী হতাম।  
টাকায় আট মণ চাল! কতই সুখের জীবন হতো!

১৭৫. শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় ৮ মণ চাল কিনতে পাওয়ার  
সঙ্গে নিচের কোনটির সাদৃশ্য রয়েছে?

ক টাকায় ৮ সের সরিষার তেল খ টাকায় ৮ সের সায়াবিন তেল  
গ টাকায় ৮ সের নারকেল তেল ঘ টাকায় ৮ সের গম

১৭৬. এই সাদৃশ্যের পিছনের কারণ—

i. দ্রব্যমূল্য কম থাকা  
ii. অতি ফলন iii. অভাব—অনটন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৭৭ ও ১৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কালকেতু মধ্যযুগের এক দরিদ্র বেদের নাম। ভাত খেতে না পেয়ে  
বনের পশু ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। কখনো কখনো তাও  
জোটেনি। তাই উপোস থাকত অথবা বন্য কচু, ওল ইত্যাদি সিদ্ধ  
করে খেত।

১৭৭. উদ্দীপকের কালকেতুর সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে—

i. আসাম এলাকার লোকদের  
ii. রংপুর এলাকার লোকদের  
iii. সাত ভায়া গ্রামের লোকদের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৮. কৃষকদের দরিদ্রতা বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য কারণ হলো—

i. রমণীদের হস্তশিল্প লোপ  
ii. আধুনিক সভ্যতার প্রভাব  
iii. বিলাসিতা বেড়ে যাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৭৯ ও ১৮০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মজিদপুরের মেয়েরা আগে পাশা তৈরি করত, ধান ভানত,  
তৈল তৈরি করত, এমনকি হেঁটে হেঁটে বাবার বাড়ি যেত।  
এখন তারা বৈদ্যুতিক পাখায় অভ্যস্ত, মিলে ধান ভাঙায়,  
ট্রেনে চড়ে বাবার বাড়ি যায়।

১৭৯. উদ্দীপকটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন রচনার কথা মনে করিয়ে দেয়?

ক চাষার দুস্কু খ আমার পথ  
গ অপরিচিতা ঘ জীবন ও বৃক্ষ

১৮০. উদ্দীপকে উক্ত প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে?

ক চাষার দুঃখের খ চিন্তার পরিবর্তনের  
গ প্রয়োজনবোধের ঘ বিলাসিতার

## ➡ রিভিশন অংশ (Revision)

আলোচ্য অংশে জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য বাড়ির কাজ, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা, জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক আরও কিছু প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হয়েছে। এ অংশটি অনুশীলনের মাধ্যমে পরীক্ষার চূড়ান্ত প্রস্তুতি ও Revision সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

### ➡ বাড়ির কাজ

- ‘ধান্য তার বসুন্ধরা যার’—উক্তিটি ব্যাখ্যা করবে।

- আসাম সিল্ক কেন বিলুপ্ত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- এইরূপ দুই পয়সা, চারিপয়সা করিয়া – ধীরে ধীরে সর্বস্বহারা হইয়া পড়িতেছে – উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
- ‘চাষার দুস্কু’ রচনায় লেখিকা চাষীদের অবস্থার পরিবর্তন প্রত্যাশা করেছেন কেন? প্রয়োজনে শিক্ষক থেকে জেনে নেবে।

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা

- বাংলার সম্পদের প্রাচুর্য এবং বাঙালির আলস্য ও বিলাসিতা।
- নারীর হাতে তৈরি লোকশিল্পের তাৎপর্য অনস্বীকার্য।
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষকের অবদান।
- কৃষকের দুর্দশা সম্পর্কে জানা যায়।
- দারিদ্র্য বিমোচনে কুটির শিল্পের অবদান।
- কৃষকের বন্দনা ও নির্ভরশীলতা।
- আলু চাষীদের মাথায় হাত, লাভ ব্যবসায়ীদের।
- আলস্য, বিলাসিতা এবং শোষণ দ্বারা নির্যাতিত হওয়া।
- দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার।
- শিক্ষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য।
- শুধু মুষ্টিমেয় লোকের বস্তুগত উন্নতিই সভ্যতা নয়।
- উৎপাদক উৎপাদিত পণ্যের মালিক থাকে না, শক্তিমানই যাবতীয় সম্পদের মালিক হয়।
- দরিদ্রের পরানুকরণ বা বিলাসিতা তার দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে মাত্র।
- দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে কৃষকের কঠোর শ্রম সাধনা।
- কৃষকের সংগ্রামমুখর জীবন ও বঞ্চনার শিকার।
- কৃষকের সমৃদ্ধি ও শোষণের অত্যাচার।
- শোষণের শোষণ ও শিক্ষা বিস্তার।

## টেস্ট বুক অ্যানালাইসিস

### ক জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

১. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের লেখকের মতে, কত বছর পূর্বে ভারতবাসী অসভ্য বর্বর ছিল?  
উত্তর: দেড়শ বছর পূর্বে।
২. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে কার মাথায় কেশ ঘন ও লম্বা চুল ছিল?  
উত্তর: জমিরনের মাথায়।
৩. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে লেখকের মতে, আমাদের সামান্য অসুখ হলে কতজন ডাক্তার নাড়ি টেপে?  
উত্তর: আট-দশ জন ডাক্তার নাড়ি টেপে।
৪. আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড কারা?  
উত্তর: চাষারা।
৫. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে লেখকের জুট মিলের কর্মচারীগণ মাসিক কত টাকা বেতন পেতেন?  
উত্তর: মাসিক ৫০০-৭০০ টাকা বেতন পেতেন।
৬. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে লেখকের কারা নবাবি হালে থাকতেন?  
উত্তর: জুট মিলের কর্মচারীগণ নবাবি হালে থাকতেন।
৭. কয়টি চাল পরীক্ষা করলে হাঁড়িভরা ভাতের অবস্থা জানা যায়?  
উত্তর: একটি চাল।
৮. কোন মহাযুদ্ধ সমস্ত পৃথিবীকে সর্বস্বান্ত করেছে?

উত্তর: ইউরোপের মহাযুদ্ধ।

৯. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে লেখকের বাল্যকালে টাকায় কয় সের সরিষার তেল পাওয়া যেত?  
উত্তর: টাকায় ৮ সের সরিষার তেল পাওয়া যেত।
১০. জমিরন কার কন্যা?  
উত্তর: কৃষকের কন্যা।
১১. জমিরনের মা মেয়ের জন্য কী জোটাতে পারতো না?  
উত্তর: এক পয়সার তেল জোটাতে পারত না।
১২. কণিকা রাজ্য কোন রাজ্যের অন্তর্গত ছিল?  
উত্তর: উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।
১৩. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে কারা ভাতের সাথে লবণ ছাড়া অন্য কোনো উপকরণ সংগ্রহ করতে পারত না?  
উত্তর: চাষারা ভাতের সাথে লবণ ছাড়া অন্য কোনো উপকরণ সংগ্রহ করতে পারত না।
১৪. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে উল্লিখিত সমুদ্রতীরবর্তী গ্রাম কোনটি?  
উত্তর: সমুদ্রতীরবর্তী গ্রাম সাত ভায়া।
১৫. ‘এন্ডি কাপড় অবাধে কত বছর টেকে?’  
উত্তর: অবাধে ৪০ বছর টেকে।
১৬. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে লেখকের সময় বজোর গভর্নর কে ছিলেন?  
উত্তর: বজোর গভর্নর ছিলেন লর্ড কারমাইকেল।
১৭. লর্ড কারমাইকেল কীসের জন্মভূমি আবিষ্কার করেছিলেন?

উত্তর: রেশমি রুমালের।

১৮. রেশমকে স্থানীয় ভাষায় কী বলা হয়?

উত্তর: ‘এন্ডি’।

১৯. ‘অনুকরণপ্রিয়তা’ নামক ভূতটি কাদের কাঁধে চেপেছে?

উত্তর: চাষাদের কাঁধে চেপেছে।

২০. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে লেখকের মতে, সুসভ্য হয়ে আমরা কোন কাপড় পরিত্যাগ করেছি?

উত্তর: এন্ডি কাপড় পরিত্যাগ করেছি।

২১. সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কোন শিল্পসমূহ ক্রমশ বিলুপ্ত হয়েছে?

উত্তর: দেশীয় শিল্পসমূহ ক্রমশ বিলুপ্ত হয়েছে।

২২. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে লেখকের সময়ে কৃষকরমণী সুতা কেটে কাদের জন্য কাপড় প্রস্তুত করত?

উত্তর: বাড়ির সকলের জন্য কাপড় প্রস্তুত করত।

### খ অনুধাবনমূলক আরও কিছু প্রশ্নোত্তর

১. ‘ইহার অপর পৃষ্ঠাও আছে’—উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : ‘ইহার অপর পৃষ্ঠাও আছে’—উক্তিটি দ্বারা সভ্যতার আগ্রাসনে সুখবঞ্চিত কৃষকদের জীবনধারাকে বোঝানো হয়েছে।

সভ্যতার অগ্রগতির ফলে আমরা বিলাসবহুল জীবনের নানা উপকরণ পেয়েছি। কিন্তু এসব উপকরণের সুবিধা ভোগ করছে মুষ্টিমেয় ধনাঢ্য মানুষ। আর কৃষকরা অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। তারা শুধু ভাতের সাথে লবণ জোটাতে পারে। কৃষকদের দুর্দশার দিকটিকেই অপর পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে।

২. জুটমিলের কর্মচারীদের নবাবি জীবনযাপন ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে লেখককে ভাবিয়ে তুলত কেন?

উত্তর: পাট উৎপাদনকারীদের পরনের কাপড় থাকত না অথচ পাট মিলের কর্মচারীরা নবাবি জীবনযাপন করত বলে তাদের জীবনযাপন ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে লেখককে ভাবিয়ে তুলত।

চাষারা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে পাট উৎপাদন করে। বিনিময়ে তাদের পেটের খাবার, পরনের কাপড় জোটে না। অথচ মিলের কর্মচারীরা ৫০০-৭০০ টাকা বেতন পেয়ে নবাবি হালে জীবনযাপন করে। লেখক এমন বৈষম্য মানতে পারেননি বলে বিষয়টি তাঁকে ভাবিয়ে তুলতো।

৩. শূটকি মাছ অতি উপাদেয় তরকারি বলে পরিগণিত হওয়ার

কারণ বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর: কৃষকরা খুবই গরিব ছিল বলে শূটকি মাছ পরম উপাদেয় তরকারি বলে পরিগণিত হতো। উড়িষ্যার অন্তর্গত কণিকা রাজ্যের কৃষকরা বেশ গরিব ছিল।

তারা পান্ডা ভাতের সাথে লবণ ছাড়া অন্য কোনো উপকরণ সংগ্রহ করতে পারত না। তাই তাদের কাছে শূটকি মাছের তরকারি পরম উপাদেয় মনে হতো।

৪. ‘পাছায় জোটে না ত্যানা, কিন্তু মাথায় ছাতা’—উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর: ‘পাছায় জোটে না ত্যানা, কিন্তু মাথায় ছাতা’—উক্তিটির মাধ্যমে চাষিদের বিলাসিতাকে বোঝানো হয়েছে।

এদেশের চাষিদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। কিন্তু বিলাসিতা তাদের শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রবেশ করে তাদের বিষে জর্জরিত করেছে। তাই তাদের পরনে কাপড় না থাকলেও মাথায় ছাতা থাকে।

৫. এখন আর ‘আসাম সিন্ধু’ পাওয়া যায় না কেন?

উত্তর: এন্ডি পোকা প্রতিপালন হয় না বলে এখন আর ‘আসাম সিন্ধু’ পাওয়া যায় না।

একসময়ে এন্ডি রেশমের পোকা প্রতিপালন করে তার গুটি হতে তৈরিকৃত সুতা দিয়ে নানাধরনের কাপড় তৈরি হতো। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতিতে এন্ডি পোকা আর প্রতিপালন করা হয় না। তাই এখন আর ‘আসাম সিন্ধু’ পাওয়া যায় না।

৬. চাষার দারিদ্র্য কীভাবে ঘুচবে?—ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: শিক্ষার বিস্তার ও দেশি শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে চাষার দারিদ্র্য ঘুচবে।

বেশির ভাগ কৃষক অশিক্ষিত বলে তারা নিজেদের ভালো-মন্দ বুঝতে পারে না। আর সভ্যতার অগ্রগতিতে দেশীয় শিল্প হারিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আর ঘরে ঘরে চরকা ও টেকো হলে চাষার দারিদ্র্য ঘুচবে।

৭. চাষার উদরে অনু না থাকার কারণ কী?

উত্তর: সভ্যতার অগ্রগতিতে চাষা তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে তাদের উদরে অনু থাকে না।

এক সময়ে চাষাদের মরাই ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাদের কিছুই নেই। মূলত সভ্যতার অগ্রগতিতে যন্ত্র শিল্পের কাছে দেশি শিল্প টিকে থাকতে পারছে না। ফলে চাষার অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে।

## ► পরীক্ষা-প্রস্তুতি যাচাই অংশ (Assesment)

### ● সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন-১ : উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হাবিব শহর থেকে পড়াশোনা শেষ করে গ্রামে ফিরে আসে। এ সময় সে লক্ষ করে তাদের গ্রামের সাধারণ মানুষকে মোড়ল নানাভাবে ঠকাচ্ছে। মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে দলিলে টিপসই নিচ্ছে। বিষয়টি সে বুঝতে পারে, অক্ষরজ্ঞান নেই বলেই গ্রামের মানুষ এভাবে দিনের পর দিন বোকা হচ্ছে। তাই সে উদ্যোগ নেয় গ্রামের মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো বিস্তারের। তারই ফলস্বরূপ সে প্রতিষ্ঠা করে নৈশ বিদ্যালয়।

- ক. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে লেখকের মতে, আমাদের সামান্য অসুখ হলে কতজন ডাক্তার নাড়ি টেপে?  
 খ. প্রাবন্ধিক পল্লিগ্রামে সুশিক্ষা বিস্তার করতে বলেছেন কেন?  
 গ. উদ্দীপকের মোড়ল ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের কীসের প্রতীক?—ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. উদ্দীপকটি যেন ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের বেগম রোকেয়ার মানসিকতায় ধারণ করেছে— বিশ্লেষণ কর।

#### সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

- ক. আট-দশ জন ডাক্তার নাড়ি টেপে।  
 খ. প্রাবন্ধিক চাষীদেরকে অধিকার সচেতন করে তোলার জন্যই পল্লিগ্রামে সুশিক্ষা বিস্তার করতে বলেছেন।  
 শিক্ষাই মানুষকে স্বাধিকার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। নিজেকে শাসন-শোষণের যঁতাকল থেকে মুক্ত ও স্বাধীন থাকতে শেখায়।  
 যা বাংলার কৃষকদের জন্য অপরিহার্য। এজন্যই প্রাবন্ধিক পল্লিগ্রামে সুশিক্ষা বিস্তার করতে বলেছেন।

#### টিপস্

- গ. উদ্দীপকটি ভালোভাবে পড়ে মোড়ল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন কর। এরপর এর সঙ্গে ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের সাদৃশ্য নির্ণয় করে তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।  
 ঘ. উদ্দীপকটি ভালোভাবে পড়ে হাবিব চরিত্রের উদ্দেশ্য নির্ণয় কর। ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে বেগম রোকেয়ার মানসিকতা নির্ণয় কর। দেখবে উভয়ে একই মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এ বিষয়টিই যত্নসহকারে বিশ্লেষণ কর।

#### প্রশ্ন-২ : উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা,  
 দেশ মাতারই মুক্তিকামী, দেশের সে যে আশা।  
 দধীচি কি তাহার চেয়ে সাধক ছিল বড়?  
 পুণ্য অত হবে নাক সব করিলেও জড়।  
 মুক্তিকামী মহাসাধক মুক্ত করে দেশ,  
 সবারই সে অনু জোগায় নাইক গর্ব লেশ।

- ক. জমিরনের মা মেয়ের জন্য কী জোটাতে পারতো না?  
 খ. ‘চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?  
 গ. উদ্দীপকের শেষ চরণে ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে?—ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. ‘দেশ মাতারই মুক্তিকামী, দেশের সে যে আশা’—এ চরণটি যেন ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধেরই মূল সুর।—মূল্যায়ন কর।

#### সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

- ক. এক পয়সার তেল জোটাতে পারত না।  
 খ. ‘চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড’ বলতে আমাদের সামাজিক অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে চাষির ভূমিকাকে বোঝানো হয়েছে।

#### টিপস্

- গ. সর্বপ্রথম উদ্দীপকের শেষ চরণের ভাবার্থ ভালোভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা কর। তারপর এর সাথে ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের যে বিষয়টির সম্পর্ক রয়েছে তা সংক্ষেপে তুলে ধর।  
 ঘ. উদ্দীপকটি মনোযোগ সহকারে পড়ে প্রশ্নোক্ত চরণটি অনুধাবন কর। তারপর ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধ পড়ে তার মূলসুর কী তা নির্ণয় কর। দেখবে উভয়ের মূলসুর একই ধারায় প্রবাহিত। এ বিষয়টিই তুমি মূল্যায়ন অংশে সহজ ও সুন্দর করে লেখ।

#### প্রশ্ন-৩ : উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ভোর থেকে মাঠে কাজ করতে করতে ক্লান্ত। এরই ফাঁকে খাবার সেরে নিচ্ছেন কৃষক। ছবিটি চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার সাদরা গ্রাম থেকে গতকাল তোলা।  
 ক. ‘অনুকরণপ্রিয়তা’ নামক ভূতটি কাদের কাঁধে চেপেছে?  
 খ. কৃষক ক্ষেতে ক্ষেতে পুড়ে মরে কেন?  
 গ. উদ্দীপকের সংগ্রাম ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের কোন দিকটি ইজিত করে? ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. উদ্দীপকটি ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের বিশেষ দিকের প্রতীকস্বরূপ—বিশ্লেষণ কর।

#### সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

- ক. চাষাদের কাঁধে চেপেছে।  
 খ. মাঠে সোনা ফসল ফলাতেই কৃষক ক্ষেতে ক্ষেতে পুড়ে মরে।  
 কৃষক সারাদিন রোদে পুড়ে, কঠোর শ্রম সাধনা দিয়ে মৃত্তিকাকে উর্বর করে। যা মাঠে সোনার ফসল ফলায়। এতে একদিকে মানুষের মুখের অনু জোগাড় হয় অন্যদিকে দেশ সমৃদ্ধ হয়। কৃষকের এ অক্লান্ত শ্রমই মূলত দেশের মূল চালিকা। এজন্যই কৃষক ক্ষেতে ক্ষেতে পুড়ে মরে।

### ➡ টিপস

- গ. প্রথমে উদ্দীপকের সংগ্রাম কথাটির বিষয়বস্তু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা কর। এরপর উক্ত বিষয়টির সঙ্গে ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের বিষয়গত মিল নির্ণয় করে তা উপস্থাপন কর।
- ঘ. উদ্দীপকটি ভালোভাবে পড়ে তা ভালোভাবে আয়ত্ত কর। এরপর ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের সঙ্গে মিল-অমিল নির্ণয় কর। এ বিষয়টি যত্নসহকারে তুলে ধর।

### প্রশ্ন-৪: উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সবুর আলী একজন সাধারণ কৃষক। তিন বছর আগে তার ১০ বিঘা জমি ছিল, গোয়াল ভরা বড়-বড় ষাঁড় ছিল আরও ১৫টি। তার বাড়ির সামনে যে মাঠ ছিল তা যেন ঘোড়া দৌড়ের মাঠের মতো। তার ফসলি জমিগুলোতে যেন সোনা ফলত। দু-চার গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ পরিবার ছিল তার। কিন্তু হঠাৎ মোড়লের ষড়যন্ত্রে যেন সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেল তার। তার সোনার ধানে জোরপূর্বক ভাগ বসিয়ে মোড়ল সব কেড়ে নেয়।

ক. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে উল্লিখিত সমুদ্রতীরবর্তী গ্রাম কোনটি?

খ. কৃষক তার অতীত সমৃদ্ধি হারিয়েছে কেন?

গ. উদ্দীপকের মোড়ল ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের কাদের প্রতিনিধিত্ব করে?—ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘উদ্দীপকের সবুর আলীর জীবন যেন ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের চাষীদের জীবনরূপ’—প্রমাণ কর।

### সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

ক. সমুদ্রতীরবর্তী গ্রাম সাত ভায়া।

খ. শোষকের শোষণের ফলে কৃষক তার অতীত ঐতিহ্য হারিয়েছে।

অতীতে বর্তমানের মতো কৃষকের অবস্থা এতো শোচনীয় ছিল না। তাদের গোলাভরা ধান ছিল, পুকুর ভরা মাছ ছিল। সংসার ছিল সমৃদ্ধির ক্ষেত্রভূমি। কিন্তু শাসন-শোষণের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে কৃষক তার অতীতের সবকিছু হারিয়েছে।

### ➡ টিপস

গ. উদ্দীপকটি ভালোভাবে পড়ে মোড়ল চরিত্রটি অনুধাবন কর। এরপর ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পড়ে উদ্দীপকের মোড়ল চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য নির্ণয় করে তা উপস্থাপন কর।

ঘ. উদ্দীপকের সবুর আলীর জীবন কীভাবে অতিবাহিত হয়েছে তা ভালোভাবে আয়ত্ত কর। এরপর এর সঙ্গে ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের কৃষকদের জীবনের সাদৃশ্য খুঁজে বের কর। এ বিষয়টিই প্রমাণিত অংশে লিপিবদ্ধ কর।